১৪২. Nb. ৪৪৫. 2(2).

চিত্ত সংস্কার।

শ্রীবিহারীলাল হালদার প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০ ভাদ্র ১৩০২।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র।

182. Nb. 445. 2(2)

চিত্ত সংস্কার।

শ্রীবিহারীলাল হালদার প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০ ভাদ্র ১৩০২।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

182. Nb. 885. 2.

চিত্ত সংস্কার।

শ্রীবিহারীলাল হালদার প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০ ভাদ্র ১৩০২।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ

যে পদারবিন্দের করুণাবলে এই বহু বিঘ্ন সঙ্কুল জীবনের সর্ব্বাপদ অতিক্রম করিয়া, আমার উৎসর্গের বিষয়ীভূত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি, পরমারাধ্য পরমপূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত গুরুদেবের সেই পাদপদ্মে, তুমি দিবে, আমি দিব, লাভের মধ্যে প্রসাদ পাব, এই মহাজন বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন স্বরূপে যাঁহার দান তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম ইতি।

বনয়ারি আবাদ
১৩০২ সাল,
২০ ভাদ্র।

শ্রীবিহারীলাল হালদার।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় নয় বৎসর অতীত হইল, সমাজ সংস্কার নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পদ্যে রচনা করিয়াছিলাম। বহি প্রকাশের পর পদ্য রচনা বিষয়ে মনের আবেগ কিছু দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই, সেইকালে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত অধিকাংশ বিষয় রচনা করিয়া নষ্ট কাগজের সহিত ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমার কয়েকটী ছাত্রের হস্তে কাগজগুলি ঘটনাক্রমে পতিত হয়; তাহারা পাঠ করিয়া গ্রন্থাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করে। ঐ ছাত্রদের ও কয়েক জন বন্ধুর অনুরোধ ক্রমে ইহা ছাপাইতে বাধ্য হইলাম। পুস্তকে গুণের পরিচয় কিছু থাকে তাহা আমার নয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের, কেন না আমি যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী তিনিই।

দোষ থাকে তাহা ছাত্রদের, কেন না তাহারাই আমাকে ছাপাইতে উত্তেজিত করে।

আমার দোষের মধ্যে এই হইতে পারে যে আমি ছেলেদের কথায় ভুলিয়া গ্রন্থকারগণের অধিকৃত দিব্য আসনের প্রান্ত চাপিয়া বসিতে চেষ্টা করিয়াছি; সহৃদয় পাঠকগণের নিকট আমার সানুনয়ে প্রার্থনা এই যে আমার এই অনধিকার চর্চ্চা এই প্রগলভতা ক্ষমা করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই বহি পাঠ করিয়া যদি দুই এক জন যুবকের চরিত্র কতক সংশোধিত হয় তাহা হইলেও আমার সকল শ্রম, সকল আয়াস, সফল জ্ঞান করিব।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে মুকুন্দী গ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় আমার এই পুস্তকখানি দেখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীবিহারীলাল শর্ম্মা।

চিত্ত সংস্কার।

চিতা।

বিধির বিধানে, কালের প্রবাহে,
ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া ভবে,
ভারতে এবার, রয়েছি লাগিয়া,
দেখ না আবার ভাসিব কবে !

তৃণ হ'তে লঘু, তবু আপনাকে,
অচল হ'তেও অটল ভাবি,
ধন মান পদ, যশ আদি দেখ,
করিতেছি কত কিসের দাবি !

জরায়ুতে কেহ, কেহ শিশুকালে,
সূতিকা গৃহে বা মরিছে কেহ,
সে দশা ঘটিলে, কোথা আমি, কোথা
থাকিত আমার সাধের দেহ !

জ্বর জ্বালা কাশ, বিসূচিকা আদি,
দেহের অরাতি ফিরিছে কত,
ইহাদের মাঝে, কারু হাতে পড়ি,
ঠুস্ করে কবে হইব গত।

যোগে যাগে তবে, জীবিত থাকিয়া,
উচু হ'তে সাধ হতেছে কেন,
মাটির দেহকে, পাষাণ বলিয়া,
কেন বা ভ্রান্তি হতেছে হেন ?

আশার, সুখের, অনিলে যখন,
তরঙ্গ উঠিছে কালের সরে,
তখনি তাহাতে, নাচিতেছি কেন,
হতাশে বিষাদ কেন বা পরে ?

বিপদের ঝড়, উঠিতেছে যবে,
তৃণ হ'তে তবে হইয়া নত,
কোন রূপে তাহা, কাটিয়া যাইলে,
ফিরিতেছি কেন বীরের মত ?

কে জানে বিধির, কি কাজ সাধিতে,
জীবিতই যদি রয়েছি ভবে,
অভাবতঃ কিছু, নিজের বিষয়,
জানিয়া লওয়া ত উচিত তবে !

কালের যে স্রোতে, এসেছি ভাসিয়া,
সেই স্রোতে পুনঃ যাইবে ল'য়ে,
তবু ত বুঝিতে, নারিলাম কিছু,
কোথা হ'তে মোরে আনিল ব'য়ে !

ভাসিয়াই পুনঃ, কোথা যে লাগিব,
কেহই বলিতে নারিছে তাহা,
হয় ত তাহার, কিছুই হবে না,
অনুমানে যেবা বলিছে যাহা।

কেহ বলিতেছে, "এজীবনে তুমি,
যেমন করম যাইবে ক'রে,
শুভাশুভ তার, যে ফল ফলিবে,
তাহাই ভুগিতে হইবে ম'রে।

"যে জাতির ঘরে, হয়েছে জনম,
মানিয়া চলিলে তাঁদের প্রথা,
পরকালে তব, হবে সদ্গতি,
কোন রূপে কোন পাবে না ব্যথা।"

কেহ বলিতেছে, "জাতিভেদ ছাড়ি,
যাহার পাইবে তাহারি খাবে,
মরিলে জনম, আরত হবে না,
পাঁচ ভূতে পাঁচ মিশিয়া যাবে।"

"উপবাস আদি, কঠোর করিয়া,
বৃথায় দেহকে যাতনা দিলে,
কোন ফল তার, ফলিবে না তব,"
ইহাও বলিছে অনেকে মিলে।

অনেকে আবার, ইহাও বলিছে,
"বলিদানে তব সুকৃতি হবে,
পশু ছেদনাদি, যতই করিবে,
ততই তুমি যে স্বরগে রবে।"

কেহ বলিতেছে, "সৎপথে থাকি,
অহিংসাচরণে যাপিলে জীবন,
রিপুকুলে সদা, দমনে রাখিলে,
তবে না ত্রিদিবে ঘটিবে গমন।"

এরূপে এ ভবে, দেখি আজি কালি,
নানা মুনি বলে নানান কথা,
জানি না অযথা, কার মত বটে,
কাহার মত বা হইবে যথা।

কোথা যে স্বরগ, কোন্ পথ তার,
তাই বা জানিব কাহার কাছে,
যার তার কথা, শুনিয়া চরমে,
বিপাকে পড়িতে হইবে পাছে।

বেদ পুরাণাদি, পড়ি সমুদায়,
এ সব তথ্য জানিতে হ'লে,
সামান্য আয়ুতে, কিছুই হবে না,
আজ বাদে কাল মরিয়া গেলে।

অইত ওখানে, জ্বলিছেন চিতা,
উঁহারি নিকটে করিয়া গমন,
দেখি যদি কোন, পাই উপদেশ,
সাদরে তাহাই করিব গ্রহণ।

যাঁ হতে যে কোন, পাই উপকার,
মরিলে আমারে ছোঁবেনা কেহ,
নিজ ক্রোড়ে শুধু, ওই মহামতি,
লইবেন সেই ঘৃণিত দেহ।

অভাজন আমি, অতিশয় বটে,
তবু ত উঁহার হবে না ঘৃণা,
ভাল একবার, জীবিতে যাইয়া,
দেখি কোন কৃপা করেন কিনা?

"কার দেহ আজি, মহা কুতূহলে,
বল দেখি চিতা করিছ দাহন,
বল কোন্ জন, সম্বরি লীলা,
শমন ভবনে করিল গমন?

যে কাজ করিতে, এসেছিল দেহী,
কতখানি তার যাইল ক'রে,
ভ্রমের আঁধারে, উছটের পর
উছট খে'য়ে কি যায় নি ম'রে?

"পরকাল আদি, বুঝিতে নারিয়া,
অইহিক সুখে হইতে রত,
একুল ওকুল, দুকুল খাইয়া,
পাপভারে সে কি হয়নি নত ?

"যে দেহ তোমাতে, হতেছে দগ্ধ,
শুধু ও দেহেরি করিতে যতন,
আসেনি দেহী কি, সাগরে ভাসা'য়ে,
পরম ধন সে ধরম রতন ?

"যে দেহ দহিছ, উহাই সাজাতে,
জামা জোড়া আদি পাদুকা ভূষণ,
পাইবার তরে, পাপের বিপথে,
দেহী কি সদাই করেনি ভ্রমণ ?

পুড়িয়া ভস্ম, হতেছে যে দেহ,
ওই দেহটিরে করিতে পোষণ,
কত ছাগ মেষ, কত মীন পাখী
এযাবৎ সে কি করেনি হনন ?

কালি ছিল, আজি ফুরাইল যাহা,
পোষিতে এহেন অসার দেহ,
মান অভিমান, পাসরিয়া সদা,
পর পদ সে কি করেনি লেহ ?

আর রহিলনা, ধরাতে যে দেহ,
ওই দেহটীর সুখের তরে,
মহাপাপ ব'লে, জেনেছিল যাহা,
দেহী কি তাহাও করে নি পরে ?

চির দিন তরে, ঘুচিল যে দেহ
সেই দেহে যদি লেগেছে ধূলি,
শত কাজ ছাড়ি, মহা যতনেতে,
দেহী কি ঝাড়েনি আগে সেগুলি ?

দেহের কুৎসা, যে কেহ করেছে,
করেনি ঝগড়া তাহার সনে ?
আরশীতে মুখ, দুবেলা দেখিয়া,
হরষিত সে কি হয়নি মনে ?

যত কেন মুখ, ছিল কদাকার,
ভাবিয়া তাহাই সবার ভাল,
নিজ মুখ দেখি, করেনি গরিমা,
কটাই হ'ক বা বিষম কাল ?

পুড়ে ছার খার, হয়ে পরিণামে,
পাঁশেতে যে কেশ হইল লীন,
তাড়াতাড়ি সে কি, ফেলেনি ঝাড়িয়া,
ওই কেশে যদি লেগেছে তৃণ ?

ফুটিয়াছে কাঁটা, ও চরণে যদি,
তুল ক'রে সে কি তুলেনি তাহা,
ব্যথীকে সে কথা, সকরুণ স্বরে
বলেনি দেহী কি শুনিতে আহা ?

"মরি মরি মরি, আহা মরি আহা,"
প্রভৃতি শুনিতে স্নেহের কথা,
শত গুণ করি, বলে নি দেহী কি,
এক গুণ যদি পেয়েছে ব্যথা ?

কোনও গুণ তার, নাহি থাকিলেও
নিজের কথাটি অধিক ক'রে,
বলেনি দেহী কি, এতাবৎ কাল,
যাহাকে পেয়েছে তাকেই ধ'রে ?

অপর সকলে, মরিয়া গেলেও,
সে যে নিজে তবু বাঁচিতে পারে,
চাল চলনেতে, হেন ভাব কভু,
প্রকাশ করিতে দেখিনি তারে ?

চিত্ত সংস্কার।

কারু হ'তে ধনে, কারু হতে মানে,
গুণে কারু হ'তে নিজে যে বড়,
কায় মনে ইহা, প্রকাশ করিতে,
দেহী কি সদাই ছিল না দড় ?

ধনী মানী গুণী, তাহ'তে অধিক,
কোটী কোটী লোক রয়েছে তবু,
বেশ ভূষা তার, যেমন যুটেছে,
দেখা'তে ক্রটী কি করেছে কভু ?

পাছে কেহ তারে, দেখি দীন হীন,
মরণের তার কামনা করে,
কোনই উপায়, করে নি দেহী কি,
তাই সে হীনতা গোপন তরে ?

জঠরে আহার, নাহি যুটিলেও,
ভাল বেশে সে কি সাজেনি তবু,
ঘরেতে হাজার, অভাব হ'লেও
প্রকাশ,তাহা কি করেছে কভু ?

বাঁচিবার সাধ, কত যে দেহীর,
কাহার ক্ষমতা বলিতে পারে,
দাঁড়কাক যদি, ডেকেছে স্বভাবে,
"রাম রাম বল" বলেছে তারে।

শব দেখে দূরে, গিয়াছে সরিয়া,
পাছে গায়ে লাগি তাহার ছায়া,
শরীরের কোন, ঘটিবে অশুভ,
দেহের উপরে এতই মায়া !

হয়ে জ্বালাতন, যদিও কখন,
বলেছে 'মরণ হইলে বাঁচি,'
মনের সহিত, কখন সেকথা,
বলে নি তাহা ত বিদিত আছি।

দেহী কি কখন, করি ভার বোধ,
ত্যজিতে এ দেহ করেছে মনন,
তা যদি হইবে, মরণের কালে,
কেন বা তাহার ঝরিল নয়ন ?

যাতনা হইলে, করিলে রোদন,
বুঝা যায় তাহা গতিক দেখে,
সে রোদন নহে, এ রোদনে দেহী
ঠিক যেন ইহা দেখালে লিখে।

এস ভাইগণ, যতেক স্বজন
আমার কারণে কর'সে রোদন,
বড় সাধ ছিল, থাকিতে ধরাতে,
দাগা দিল তাহে নিঠুর শমন।

যে দেহ দহিছ, এ দেহের দেহী,
শপথ করিয়া বলিতে পারি,
মরিবার এই, কিছুকাল আগে,
কতনা করেছে দেহের জারি !

যে কোন দশাতে, ছিল এই দেহী,
তাহাতেই যত হইতে পারে,
করেনি কশুর, করিয়া গরিমা,
করিয়াছে ঘৃণা, পেরেছে যারে।

কতই বিভব, করি পরকাশ,
দেখায়েছে কত মনের গরম,
যতই পেরেছে, করেছে সাটোপ,
থাকিতে শকতি হয়নি নরম।

পাতে যদি কভু, হয়েছে খাইতে,
প্রবাসে অথবা ক্রিয়ার বাড়ী,
বলেছে তখনি, করিয়া গরিমা,
আমি কি পাতায় খাইতে পারি ?

যোগে যাগে যদি, যোগাড় করিয়া,
খাট পেয়েছিল করিতে শয়ন,
ভূমিতে যে দিন, হয়েছে শুইতে,
কত কিনা দেহী বলেছে তখন।

যে চরণ ওই, হতেছে দগ্ধ,
ওই পদে পথ চলিতে হলে,
কত অনুযোগ, করিয়া তখন
জ্বালায়েছ কাণ কত কি বলে!

হইবে মরিতে, হইবে পুড়িতে,
ইহা যদি মনে পড়িত তখন,
দেহী কি তাহ'লে, এতই সাটোপ,
এতই করিত দেহের যতন?

যতনের কথা, আরো একবার,
বলিব হে চিতা তোমার কাছে,
কানে যা' শুনোছ, কেন না বলিব,
তোমায় কিছু কি গোপন আছে?

পালন করিতে, মাটির শরীর,
নানা জীব নাহি করিয়া হনন,
খাবার অনেক, আছে ত ধরায়,
তাই দিয়া দেহ কর-না পালন।

একথা যখন, যাহাকে বলে-ছি,
কত কটু কথা করেছি শ্রবণ,
সবেই বলেছে, করি পরিহাস,
শরীর আগে না ধরমাচরণ?

যে দেহ দহিছ, এ দেহ রাখিতে,
রাখে নাই দেহী কিছুই বাকি,
জানি না আজিকে, তবে যে কি হেতু,
শমনের কাছে খাটেনি ফাকি!

তাই বলি চিতা, তব অনুচিত,
সাধের দেহটী দাহন করা,
কালি এত বেলা, ছিল ত জীবিত,
এখনি না হয় হয়েছে মরা।

কত লুচী পুরী, কত ঘৃত ছানা,
ও দেহে কত কি হয়েছে মাটি,
ওই দেহটীকে, সুখে রাখিবারে,
কত ভাল ভাল গড়েছে বাটী।

কত পমেটম, কত ল্যাবেণ্ডার,
ওই দেহে কত আতর গোলাপ,
হইয়াছে মাটি; ও দেহ কারণে,
কত লোকে আজি করিছে বিলাপ।

এমন সাধের, সুখের দেহটী,
ঘুচাইলে চিরদিনের তরে,
পাঁসে পরিণত, তুমিই করিলে,
সোণার দেহটী দাহন করে!

দহিছ দহিছ, হাসিছ কি হেতু,
এ কাজে কখন হাসি কি সাজে,
বিষাদিত হ'য়ে, পারিতে দহিতে
কিসের হরষ দুখের কাজে?

ধূ ধূ করে কভু, উঠিছ জ্বলিয়া,
ধিকি ধিকি পুন জ্বলিছ পরে,
বল দেখি চিতা, লভিয়া জনম,
পৃথিবী মাঝারে কেই না মরে?

ভাবিয়াছ বুঝি, অমর হইয়া,
চিরকাল নিজে থাকিবা বেঁচে,
প্রতিদিন আর, আমাদের মত,
মরের মরণে উঠিবা নেচে!

তুমিও মরিবে, তুমিও ঘুচিবে,
এত বাড়াবাড়ি কিসের তরে,
মানুষ পোড়া'তে, কেন এত সুখ,
হেন দিন বুঝি তোমারি রবে ?

না চিতা ! তোমারে, কিছুই বলিনি,
মানস আমার সরল অতি,
উচিত বলিতে, নাহি মানি ভয়,
সাজিবে তাই কি তোমার প্রতি ?

পোড়াও হরিষে, পোড়াও ও দেহ,
নাহিক তাহাতে কোনই ক্ষতি,
তবে কি না এক, আছে নিবেদন,
কিছু কৃপা রেখ আমার প্রতি।

পোড়াতে নিষেধ, করি না আমারে,
পোড়াইও তুমি মনের সাধে,
তবে কি না চিতা, আর কিছু নয়,
এই গোটা কত দিবস বাদে।

তোমারি নিকটে, থাকিব দাঁড়ায়ে,
দেখিব নরের স্বভাব কেমন,
পৃথিবীতে আমি, যেখানে গিয়াছি,
মানুষ চিনিতে পারিনি তেমন।

দাহন করিতে, আসিবে যাহারা,
তোষামোদ আদি ছাড়িয়া তখন,
স্বরূপ বলিবে, মৃতের স্বভাব,
তাহাই শুনিতে করেছি মনন।

অথবা হে চিতা, করি নিবেদন,
কৃপা করি কিছু শুনাও মোরে,
নিজ চোখে কিছু, পাই না দেখিতে,
লাগিয়াছে ধাঁধাঁ মায়ার ঘোরে।

কি ভাবে জীবন, কাটাইয়া গেলে,
অযশ রবে না লোকের কাছে,
তাহাই বুঝিতে, মানব প্রকৃতি,
জানিবার সাধ মানসে আছে।

সকল পুরাণ, পড়ি রীতিমত,
নীতি উপদেশ পাইতে গেলে,
কোন কাজ তাহে, হবে না সাধিত,
অচিরে জীবন অতীত হ'লে।

তুমি ত সকলি, দেখেছ, শুনেছ,
মোটামুটি কিছু শুনাও যদি,
বড় উপকৃত, হইয়া তা হলে,
বাধিত থাকিব জীবনাবধি।

যে জাতির ঘরে, হয়েছে জনম,
তাঁদের সাবেক রীতির কথা,
শুনিতে বাসনা, হয়েছে মানসে,
ঘুচাও বলিয়া মনের ব্যথা।

কেমন আচার, ছিল তাঁহাদের
যাঁদের বংশ আমরা সবে,
কেমনি বা ছিল, সমাজের ভাব,
জীবিত তাঁহারা ছিলেন যবে ?

সে কালের কথা, শুনিতে চাহিলে,
কেই বা তুষিবে সে সব বলি ?
পুরাতন লোক, দেখি না কাহাকে,
ধরা ছাড়ি সবে গিয়াছে চলি।

পুরাতন লোক, যদি কেহ থাকে,
ভারতে রয়েছ তুমিই কেবল,
রীতি নীতি যদি, কেহ কিছু জানে,
তুমিই সবারি জেনেছ সকল।

যে দিকে যাউক, তোমা দিয়া পথ,
সকলেই অতি মলিন বেশে,
তোমাতে হাজির, হয়ে নিজ নিজ,
পরিচয় দিয়া গিয়াছে শেষে।

তাই বলি চিতা, সে কালের কথা,
দয়াকরি কিছু শুনাও মোরে,
কত যে প্রভেদ, সাবেকে হালেতে,
দেখাও আমারে তুলনা ক'রে।"

"যে কেহই তুমি, হও হে মানব,
ইতিহাস কিছু শুনিতে মনন,
করিয়া এসেছ, আমার নিকটে,
লয়েছ যখন আমার শরণ।

অবিদিত কিছু, নাহিত আমার,
যখন যা কিছু হয়েছে ঘটন,
কিছু কিছু তাই, বলিয়া তোমারে,
করিব তোমার বাসনা পূরণ।

যখন বিধাতা, এই ধরাধামে;
প্রথমে মানব করেন সৃজন,
আমারেও তিনি, তখনি সৃজিয়া,
দহিবার তরে করেন প্রেরণ।

যত মহারাজা, যত মহাবীর,
যত মহাপাপী যতেক সুজন,
মহাতেজীয়ান্, মুনি ঋষি যত,
সকলেই আমি করেছি দাহন।

যত যত মহা- পুরুষের নাম,
পুরাণ আদিতে আসিছ শুনে,
পুড়েছেন তাঁরা, আমাতে সকলে,
যদিও অতুল ছিলেন গুণে।

ব্যাসদেব আর, কবি কালিদাস,
বররুচি খনা বরাহ মিহির,
গৌতম পাণিনি, বোপদেব আদি,
শুনিয়াছ নাম যতেক সুধীর;

সবেই দগধ, হয়েছে আমাতে,
দহিবার তরে জনম আমার,
তবুও তাঁদেরে, দহিবার কালে,
মনেতে অসুখ হয়েছে অপার।

যত যত লোক, পুড়েছে সে কালে,
সার জানি সবে ধরমাচরণ,
ধরমোদ্দেশে, প্রাণপণে সবে,
ন্যায় পথে সদা করিত ভ্রমণ।

অতি পুরাকেলে, যত বিবরণ,
সবিশেষে তাহা বলিব কত,
ভাবে বোধ হয়, সে সব শুনিতে,
তোমারও বাসনা নাহিক তত।

অতএব এই, কিছু দিন হতে,
যে পরিবরত ঘটেছে দেশে,
কিছু কিছু তার, দিয়া বিবরণ,
নীতি কথা কিছু বলিব শেষে।

পরের অধীন, ছিল না ভারত,
স্বাধীন ভারতে স্বাধীন রাজা,
গুণীর গুণের, করিত আদর,
পাপিজনে দিত বিহিত সাজা।

প্রচুর ফসল, ফলিত ধরাতে,
অভাব বুঝিতে নারিত প্রজা,
সে কারণে এই, সোণার ভারতে,
ধরমের সদা উড়িত ধ্বজা।

ধন রূপে ধানে, করিত আদর,
ইহাতেই তাহা যাইবে বুঝা,
অনেকে এখন, সোণা, রূপা, ছাড়ি,
ধানে করে ধন দেবীর পূজা।

তাঁহাদের এই, আদরের ধন,
ভূরি পরিমাণে ফলিয়া তখন,
ভারতের ধন, ভারতে থাকিত,
বিদেশে চালান হ'ত না এমন।

যব গম গুড়, কলাই মসুর,
তিল আদি সব ধানের মত,
জনমি ভারতে, ভারতবাসীর,
মোচন করিত অভাব যত।

চাষেই অশন, চাষেই বসন,
(চিকণ বাস বা চাহিত কেবা ?)
ভগবতী রূপে, পূজিত গাভীরে,
প্রাণপণে তাঁর করিত সেবা।

গাভীর প্রসাদে, দুধ দই ঘৃত,
প্রচুর হইত গাভীর দ্বারা,
সহজে সকলি, মিলিত বলিয়া,
অকাতরে দান করিত তারা।

বিলাসে বাসনা, ছিল না কাহার,
সকলেরই মতি ধরম দিকে,
বড় ভাল আমি, বাসিতাম তাই,
আগেকার সেই মানবদিগে।

দানেই ধরম, দানেই যশাদি,
জীবনের সার জানিত দানে,
খাবার অভাব, দেখিলে কাহার,
বড় ব্যথা তারা পাইত প্রাণে।

টাকার চলন, ছিল না এরূপ,
সামান্য অভাব হইত যাহা,
ধান চাউলের, বিনিময় দ্বারা,
সহজে মোচন হইত তাহা।

তালপাতে ছাতা, হইত সে কালে,
ভাল পাদুকার ছিল না চলন,
চাষের কাপাসে, ঘরে সূতা কাটি,
তাহাতে বুনায়ে লইত বসন।

এ ভাবে অভাব, পূরণ করিয়া,
উদ্‌বৃত্ত যার হইত যাহা,
বিলাসের দিকে, নাহি তাকাইয়া,
সৎকাজে ব্যয় করিত তাহা।

বিধির কৃপায়, সকলি পাইয়া,
যতনে বিধির করিতে পূজন,
কেহ বা যতনে, ধরমোদ্দেশে,
দেবালয় আদি করিত স্থাপন।

কেহ নিজ ব্যয়ে, দ্বিজের দ্বারায়,
প্রচার করিত ধরম নীতি,
কেহ বা পুকুর, খনন করিয়ে,
সাধন করিত বিধির প্রীতি।

কেহ বা বিরাগী, সাধুজনহিতে,
দীনের ঘু'চাতে জঠর জ্বালা,
বিধাতারি দানে, বিধিরে তুষিতে,
স্থাপন করিত ধরমশালা।

উদর পূরণে, অথবা বিলাসে,
কাহারই মতি ছিল না তখন,
জগতের হিতে, বিধাতার প্রীতি,
সবেই ব্যস্ত করিতে সাধন।

সহজে সকলি, মিলিত বলিয়া,
অভাব কাহার হ'ত না এত,
মিছা প্রতারণা, চুরি আদি তাই,
সে কালে কিছুই ছিল না তত।

চারি জাতি ছিল, তখন তাহারা,
ভাল রূপ ছিল সমাজ তখন,
বিপথে গমন, করিত যে কেহ,
সমাজে তাহার হইত শাসন।

দ্বিজেরা সেকালে স্বাধীন ভাবেতে,
করিতেন শুধু যাজন যজন,
ভোগে অভিলাষ, ছিল না তাঁদের,
কাজ যাহা ছিল, দেবতাপূজন।

ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক, বেদ অধ্যয়নে,
সকলেই তাঁরা ছিলেন রত,
প্রভাত হইতে, তাবৎ দিবস,
ধরম করমে হইত গত।

মন্ত্রে তন্ত্রে আর, বেদ উচ্চারণে,
মুখরিত সদা করিয়া গগন,
হোম যাগ তাঁরা, করিতেন কত,
বলিলে বুঝিতে নারিবে এখন।

অনিত্য বাসনা, কিছুই ছিল না
ছিলেন কেমন সরল হৃদয়,
ধরমে জ্ঞানেতে, হয়ে অভিলাষী,
বিরত ছিলেন রাখিতে বিষয়।

দেবতা পূজনে, যতেক ধরম,
দ্বিজ সেবাকেও জানিয়া তাহা,
অপর জাতিরা, মোচন করিত,
অভাব তাঁদের হইত যাহা।

দিনান্তে বারেক, আহার করিতে,
আতপাদি স্থত লাগিত যত,
সে সব প্রদান, করিতে পারাই,
অনেকের ছিল প্রধান ব্রত।

যতেক ইন্দ্রিয়, যতেক প্রবৃত্তি,
যতনে সে সব করিয়া দমন,
বিষয় ভোগেতে, বিরত হইয়া,
করিতেন শুধু ধরমাচরণ।

ধরমানুষ্ঠান, করি সমাপন,
অবকাশ যাঁর থাকিত যাহা,
অধ্যয়ন আর, অধ্যাপনাদিতে
সবারি কাটিয়া যাইত তাহা।

অসতের সহ, কোন ব্যবহার,
করিবার কারু ছিলনা সময়,
ফের ফার তাই, বুঝিতে নারিয়া,
সবেই ছিলেন সরল হৃদয়।

সরলতাময়, দেখি তাঁহাদিকে,
কেবলি দেখিয়া ধরমে রত,
অপর জাতিরা, স্বতঃই সকলে,
তাঁহাদের পদে হইত নত।

দেবোপমগুণ, দ্বিজেতে দেখিয়া,
দ্বিজকে দেবতা জানিত সবে,
ততগুণ যদি, থাকে একাধারে,
লোকের ভকতি কেন না হবে?

গৃহাশ্রমে তাঁরা, থাকি কিছুকাল,
জগতের হিত করিয়া সাধন,
পঞ্চাশ বরষ, হইলে অতীত,
করিতেন তবে কাননে গমন।

কতই কঠোর, করিয়া তাঁহারা,
তপোবলে করি দেবত্ব গ্রহণ,
হইয়া ভকতি— ভাজন সকলে,
মহা যোগে তাঁরা হতেন মগন।

ঘোর তপস্যায়, যাপি কিছুকাল,
সফল করিয়া মানব জীবন,
যথাকালে সবে, ছাড়ি ধরাধাম,
ত্রিদিবে তাঁহারা করিলে গমন;

তাঁহাদের দেহ, দাহন করিতে,
বড়ই যাতনা হয়েছে মনে,
বিষাদে দাহন, তখন করেছি,
দেবোপম সেই দ্বিজাতিগণে।

ক্ষত্রিয় যাহারা, ছিল সেই কালে,
তাহারাও যত দ্বিজের মত,
বেদপাঠ আদি, করি অনিবার,
ধরমানুষ্ঠানে থাকিত রত।

মহাবীর তারা সকলেই ছিল,
বিপুল সাহস প্রকাশ করি,
ওই দ্বিজদের আর গোজাতির,
বিনাশ করিত যতেক অরি।

দ্বিজ গাভী আর, স্বদেশের ত্রাণে,
পরম ধরম জানিত তারা,
ও সবের দ্বেষ, যে কেহ করেছে,
তাহাদেরি হাতে পড়েছে মারা;

ভারতে পশিতে, কাহার শকতি,
তাদের সময়ে হয়নি এত,
দেশের অরাতি, যে কেহ এসেছে,
তাহাদেরি হাতে হয়েছে হত।

কত যে সাহস, কত বীর্য্য তেজ,
কত পরাক্রম করিয়া প্রকাশ,
কত যে ধরম, করিয়াছে তারা,
স্বদেশের অরি করিয়া বিনাশ।

আরো নানারূপ, ধরমাচরণে,
তাবৎ জীবন করিয়া ক্ষেপণ,
মরিলে তাঁহারা, তাঁদিকেও মোরে,
বিষাদে করিতে হইত দাহন।

বৈশ্য জাতি যারা, ছিল সেই কালে,
কৃষি ব্যবসায় করিত তারা,
ধরম জানিত উচু জাতিদের,
অভাব মোচন করিতে পারা।

কত যে ভকতি, করিত তাহারা,
সে কালের সেই দ্বিজাতিগণে,
তাঁদের অভাব, পূরিতে পারিলে,
পরম ধরম মানিত মনে।

অধিকার মত, বেদ শ্রবণাদি,
করেছে সেকালে তাহারা সবে,
অযথা উপায়ে, উপায় করিতে,
তাদের মানস ছিল না তবে।

শূদ্র জাতি যারা, ধরম শাসনে,
নিজ নিজ কাজে থাকিত রত,
দ্বিজদের শুনি, যত উপদেশ,
তাঁহাদেরি পদে থাকিত নত।

বিলাসী তাহারা, ছিল না সেকালে,
হীনবেশ অতি করিয়া ধারণ,
দান ধ্যান আর, দেব আরাধনে,
তাবৎ জীবন করিত ক্ষেপণ।

দ্বিজাতি ক্ষত্রিয়, যখন দেখেছে,
তখনি ভকৃতি করেছে কত,
উচু হ'তে তারা, চাহেনি কখন,
একালের যত লোকের মত।

যে কোন দশাতে, যে কোনই জাতি,
আছিল তাহারা সাবেক কালে,
যে যত পেরেছে, করেছে ধরম,
হয়নি জড়িত পাপের জালে।

আগেকার সেই, সাধুদের দেহ,
দহিতে মানসে হইত ব্যথা,
ব্যথিত হবার, আরো হেতু ছিল,
শুন না তোমারে বলি সে কথা।

পতিব্রতা সতী, ছিল নারীগণ,
হইলে তাদের পতির মরণ,
পতিদেহসহ, জীবিতে তাহারা,
হরষিত মনে হইত দাহন।

পতিপরায়ণা, সেই সতীগণ,
সরমে ধরমে শোভিত থাকি,
পরম দেবতা, জানিয়া পতিকে,
পতিসেবা কিছু রাখেনি বাকি।

চাহেনি কখন, বসন ভূষণ,
ব্রত দান তারা করিত কত,
গুরুজনে কত, ভকৃতি করিয়া,
তাঁহাদেরি পদে থাকিত নত।

গহনা পরিয়া, করেনি গরিমা,
করিয়াছে যদ্নি ধরমে কেবল,
সুনীতির হারে, কেমন সাজিত,
সে কালের সেই কামিনী সকল।

দয়া মায়াবতী, সেই সতীগণে,
জীবিতে যখন করেছি দাহন,
দহিতে জনম, যদিও হয়েছে,
বড় বিষাদিত হয়েছি তখন।

এখন সে দিন, গিয়াছে ঘুচিয়া,
বিপরীত কাজ হতেছে ঘটন,
সাগরে ভাসা'য়ে, ধরম রতনে,
পাপেরত লোক হতেছে এখন।

এত পাপমতি, এত দুরাচার,
একালের লোক হয়েছে সবে,
সকলিত চোকে, দেখিতেছ তুমি,
কেহই ভাবে না গতি কি হবে।

শতের ভিতরে, দুই চারিজন,
সুজন এখনও আছেন বটে,
বাকি যত লোক, পশু কি মানব,
চিনিতেও মহা বিপদ ঘটে।

দুচারি জনের, স্বভাব শুনিলে,
সকলি বুঝিতে পারিবে শেষে,
আগে কিছুতার, শুন বিবরণ,
যেমন সমাজ হয়েছে দেশে।

ক্ষত্র কুলোদ্ভব, সেই বীরগণ,
অধীনতা কভু জানেনি যারা,
কালবশে তারা, যবন সমরে,
একে একে সবে পড়েছে মারা।

বাকি যারা যারা, ছিল উহাদের,
পরাধীন দেশ হইল দেখে,
অধীনতা অতি, হেয় জ্ঞান করি,
তেজেছে জীবন মরম দুখে।

বীর প্রসবিণী, যত ক্ষত্র নারী,
দাসত্বে তারাও অবজ্ঞা করি
সদম্ভে সকলে, অম্লান বদনে,
তেজেছে জীবন আমাতে চড়ি।

তাহাদের সহ, দুখিনী ভারত,
স্বাধীনতা ধন হইয়া হারা,
তদবধি এই, এতাবৎকাল,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হতেছে সারা।

আরত তাহার, দুখের রজনী
পোহাইবে তার দেখি না আশা,
এখন ভারত, পালিছে যাদেরে,
সকলেই তারা ধরম নাশা।

ক্রমে যবনের, পরেতে যবন,
করিতে আসিলে ভারত শাসন,
ঘাড়পেতে কাঁধে, লয়েছে জুয়াল,
কথাটীও এরা কহেনি তখন।

যে যখন রাজা, হয়েছে ভারতে,
প্রজা হ'তে ধন করেছে শোষন,
আরো নানা রূপে, প্রজার উপরে,
ঘোরতর রূপে করেছে পীড়ন।

তবু একরাজা, হ'য়ে হীনবল,
অপটু হইলে করিতে শাসন,
অপর যবনে, সাদরে ডাকিয়া,
রাজপদে এরা করেছে বরণ।

বহু কোটী হিন্দু, তখনও আছিল,
একযোগ যদি হইত সবে,
ভারতের দশা, এত শোচনীয়,
এতদিন নাকি থাকিত তবে?

যবনেরা হ'লে, অতি অপকারক,
আর কাহাকেও না পেয়ে দেশে,
বিলাতি বণিক, ছিল জনা কত,
তাদিকেই রাজা করেছে শেষে।

কিছু দিনে সেই, বণিকের দলে,
তাদের দেশীয় রাজার করে,
ভারতের ভার, প্রদান করিয়া,
ব্যবসা করিতে লেগেছে পরে।

এই বণিকেরা, বিলাত হইতে,
বিলাতি জিনিস আনিয়া যত,
এই ভারতের, যত সার ধন,
লুঠিতে সদাই রয়েছে রত।

বিলাতি কাপড়, বিলাতি খেলনা,
ছুরি কাঁচি আর বিলাতি খুরে,
আরো কত কত, বিলাতি জিনীসে,
দেখনা ভারত গিয়াছে পূরে।

ফাতা ফুতা যত, বিলাত হইতে,
যে যে জাহাজেতে আনিছে ব'য়ে,
তাহাতেই পুনঃ, ধান চাউলাদি,
ভারতেব ধন যেতেছে ল'য়ে।

দেখ তাহে কত, হতেছে অহিত,
নিজেত ভারত হয়েছে দাসী,
যত ধন তার, যেতেছে বিদেশে,
বিলাসী হতেছে ভারতবাসী।

মোটা বাস কেহ, পারেনা পরিতে
দোহর চাদর গিয়াছে উঠে,
অপরের কথা, কি আর বলিব,
র‍্যাপারে সাজিছে মজুর মুটে।

পথ-হাঁটা প্রথা, গিয়াছে উঠিয়া,
আধ ক্রোশ পথ চলিতে হ'লে,
দেখনা যতেক, ননীর পুত্তলি,
রো'দে আজি কালি যেতেছে গ'লে।

খালি গায়ে থাকা, বড় কদাচার,
বরং গরমে সহিবে ঘামা,
তবুও বাবুরা, নিদাঘ দিবসে,
পরিবেন গায়ে পশমী জামা।

কোমল শরীর, আতর গোলাপে,
ওডিকলোনাদি ল্যাবেণ্ডারে,
করিয়া বাসিত, যত ফুল বাবু,
ফিরিতেছে ঘোর অহঙ্কারে।

সাহেবের দেখি, এই বাবুগণ,
সাজাইতে সব শিখেছে ঘরে,
ক্রিয়া কলাপের, ব্যয় কমাইয়া,
গড়াইছে ভূষা প্রিয়ার তরে।

ভারত জননী, গরিব হইয়া,
এসব খরচ কুলাতে নারে,
তাই তাঁর সহ, ছেড়েছে সুবাদ,
তাঁর ধার বল কেইবা ধারে?

ভারতীয় ভাষা, শিখেনা কেহই
ভারতীয় রীতি করিয়া হেলন,
শিখিয়া বিলাতী, ভাষা কিছু কিছু
ধরেছে সকলে বিলাতী ধরণ।

মান অভিমান, ধরম করম,
পাসোরিয়া এবে সকল নরে,
আপন জীবন, বচিয়া দেখনা,
সবেই পরের চাকরী করে।

বিলাস ভারতে, ছিলনা যেকালে,
ধনাভাব কারু হ'তনা এত,
কোনরূপে সারি, ভরণ পোষণ,
ধরমেই সবে থাকিত রত।

জঠরের দায়ে, গোলামী করিতে
আগেকার লোক করিত ঘৃণা,
এখনি না হয়, কাহার উপায়,
নাহি সে ঘৃণিত চাকরি বিনা।

ধনাভাব কারু, হ'ত না বলিয়া,
চাকরীর আগে ছিল না প্রথা,
যদিও বা কেহ, গোলামী চাহিত,
তাই বা তাহার মিলিত কোথা?

রেলওয়ে পুলিস, ডাকঘর আদি,
অধম তারণ দেখিছ যত,
অধম তরা'তে, সেকালে ওসব,
ছিল না ক এই কালের মত।

কিছু কিছু এবে শিখে লেখাপড়া,
যে সে কোন রূপ চাকরী ল'য়ে,
ধরমাদি সব, ভুলিতেছে লোকে,
বাবু উপাধিতে আহুত হ'য়ে।

আসিয়াছ যদি, কিছুকাল থাক,
দেখিতে শুনিতে সকলি পাবে,
আর্য্যকুল জাত, যত কুলাঙ্গার,
আমাদিয়া সবে যাবেই যাবে।

যার শব ওই, হতেছে দগ্ধ,
মহাপাপী ছিল ও হতভাগা,
কখন করেনি, পর উপকার,
পারিয়াছে যারে দিয়াছে দাগা।

মিছা প্রতারণা, দাগাবাজী চুরি,
আর আর পাপ যতেক আছে,
সকলি করেছে, ওই পাপীয়ান্,
বাকী নাই কিছু উহার কাছে।

দ্বিজকুল জাত, ছিল নরাধম,
ধরমে কখন রাখেনি মতি,
দেব দেবী পাপী, কখন মানেনি,
মহাদ্বেষী ছিল ধরম প্রতি।

যবনের হাতে, হোটেলে খেয়েছে,
যবনের ভাব করিয়া ধারণ,
ম্লেচ্ছের সাজ, করি পরিধান,
ষাঁড়ের মত করেছে ভ্রমণ।

যাদের আহার, করেছে ভোজন,
সাজিয়াছে পাপী যাদের বেশে,
তাদেরও ধরম, না করি যাজন,
আমাতে পুড়িতে আসিল শেষে।

মানে নাই পাপী, কোন গুরুজনে,
আপনাকে বড় ভাবিয়া অতি,
মাটি পানে চাহি, কখন চ'লে নি,
ওর পদভরে কেঁপেছে ক্ষিতি।

করিত অমিত, সুরাপান পাপী,
অকালে সেহেতু হারা'য়ে জীবন,
ওই দেখ আজি, হতেছে দগ্ধ,—
কোথায় উহার গরব এখন?

উহার আচার, করিয়া স্মরণ,
ওর প্রতি বড় হতেছে ঘৃণা,
কিছুতেই মূঢ়, বুঝেনি কখন,
নাহি যে সহায় ধরম্ বিনা।

কোথায় উহার, ইয়ারের দল,
পাপে পৌরুষ যাদের কাছে,
করিয়াছে ওই, অবোধ পামর,
কেহ কেহ ওই দাঁড়া'য়ে আছে।

উহার যশ তো, কেহই করে না,
কে যেন উহাকে দিতেছে গালি,
প্রতারণা করি, ওই গণিকার
ঘুচায়েছে যত গহনাগুলি।

হিন্দুয়ানি ওর, কিছুই ছিল না,
কোনই ধরম করেনি যাজন,
শকুনি গৃধিনী, অনেক থাকিতে,
ওকেও করিতে হইল দাহন।

ধিক্ দিতে তাই, নিজের কপালে,
ধিকি ধিকি আমি জ্বলিছি এখন,—
যাদেরে দহিলে, পরশিবে পাপ,
কত শত পাপী রয়েছে এমন।

হিন্দুয়ানি যারা, কিছুই করে না,
কেন সে পাপীরা আমাতে পুড়ে,
বুঝাইয়া ইহা, ও পাপীদিগকে,
পার যদি তুমি বাঁচাও মোরে।

মহা সমারোহে, দেখ কার শব,
আসিতেছে ওই বামেতে তোমার,
বহুদামী শালে, এখনো আবৃত,
ম'রেও গরব ঘুচেনি উহার।

পুড়িতে আসিছে, তবু শালে ঢাকা,
তাই দেখে মনে বুঝ না তুমি,
জীবিতে গরব, কত না করেছে,
উহার চলনে টলেছে ভূমি।

কোন পাপাচার, রাখে নাই বাকি,
দেবতা ধরমে ভাসায়ে জলে,
মনের সাধেতে, করি নানা পাপ,
অকালে মরেছে তাহারি ফলে।

কত প্রতারণা, কত দাগাবাজী,
চুরি বাটপারি করিয়া কত,
ওর পিতা গেছে, বিষয় রাখিয়া,
তাহারি ভোগেতে আছিল রত।

মহা নরাধম, চাটুকির দল,
জনাকত ওর নিকটে জুটে,
উহারি আখের, করিয়া বিনাশ,
উহারি বিষয় খেয়েছে লুটে।

ধরমাবতার, বলেছে উহারে,
হুজুর হুজুর করেছে সবে,
কুপথে সুপথ, দিয়েছে বুঝা'য়ে,
মূঢ়ও ভেবেছে তাই বা হবে।

অধম যাহারে, দেখিয়াছে পাপী,
কতই যাতনা দিয়াছে তারে,
জমি জমা তার, লয়েছে কাড়িয়া,
অধম সে কথা বলিবে কারে।

কোন্ কালে ধনী, শিখে লেখাপড়া,
বোধাবোধ ওর ছিল না তেমন,
অথচ সদাই, অনুজীবী মুখে,
জ্ঞানের সুযশ করেছে শ্রবণ।

কুকাজ করিতে, করিলে বাসনা,
নিবারণ কেহ করেনি ওরে,
তাহাতেই যোগ, দিয়াছে সকলে,
তোষামুদে রূপ যতেক চোরে।

শিকারে নিপুণ, বলিয়া সুযশ,
অনুজীবী মুখে করিতে শ্রবণ,
দীন হীন প্রাণী, কত অকারণে,
ওই মহাপাপী করেছে নিধন।

অবৈধ ইন্দ্রিয়, করিতে সেবন,
ফেলায়েছে জলে কতই টাকা,
ওর পাপাচার, পরশ গ্রামেতে,
কাহার নিকট ছিল না ঢাকা।

হাতে তুলে তবু, কানা কড়িটীও,
কোন ভিখারীকে করেনি প্রদান,
অপাত্রে অথচ, করি ভূরি দান,
নিজ মূঢ়তার দিয়াছে প্রমাণ।

পশুর অধম, ওই অভাজন,
কখন করেনি ধরমাচরণ,
ভালরূপে খেলি, জীবনের খেলা
আজি মহাপাপী করিলে গমন।

ওর মত পাপী, অনেক রহিল,
অনেক বিষয়ী ওমনি বটে,
সদসৎ বোধ, থাকে না ওদের,
এত পাপাচার তাতেই ঘটে।

ধনীর অযশ, করিতেছি আমি,
তুমিও লিপ্ত রয়েছ তাতে,
শুনিতে পাইলে, তোমার আমার,
ভাঙ্গা যাবে পীঠ চাবুকা ঘাতে।

এত বোধ হীন, ওই মূঢ়গণ,
গরবে অন্ধ এতই ওরা,
আমাতে পুড়িবে, বেশ জানে শুনে,
তবুও আমারে মারিবে কোড়া।

তোমার পিছনে, আবার ওই যে,
ওই এক দেহ করিছে দাহন,
মহা পাপিনীর, মৃত দেহ ওটী,
ওর গুণ কিছু করহ শ্রবণ।

নীচ কুল জাতা, ছিল ওই নারী,
পড়িয়া গরিব পতির হাতে,
অধম দশায়, ছিল প্রথমতঃ,
তবুও গরব করেছে তাতে।

বসন ভূষণ, অপরের ন্যায়,
কিছুতেই ওর জুটেনি তখন,
সেহেতু পতিকে, বাসে নাই ভাল,
ঘটায়েছে তার কতই জ্বলন।

কত যে অযথা, গালি বরিষণ,
গহনা কারণে পতির 'পরে
করিয়াছে ওই, মহা পাপীয়সী,
সে কথা তোমারে বলিব পরে।

"গহণা যে জন, দিতে না পারিবে,
কেন সে অভাগা বিবাহ করে,
তুই পোড়া মুখো, বিয়ে না করিলে,
পড়িতাম আমি রাজার ঘরে।"

আরো বলিয়াছে, "তোর হাতে প'ড়ে,
খেটে খেটে আমি হতেছি সারা,
শাশুড়ী মাগীতো, কিছুই করে না,
এত কাজ কিছু যায় না পারা।"

সুকৃতি উহার, শ্বশুরের ছিল,
সেই হেতু কিছু দিবস পরে,
কিছু কিছু স'য়ে, ওর জ্বালাতন,
জুড়াইয়া হাড় গিয়াছে ম'রে।

উহার জ্বলনে, হয়ে ঝালাপালা,
মরেছে উহার শাশুড়ী সে দিন,
বাটী হ'তে তারে, দিয়া তাড়াইয়া
হয়েছিল ওই পাপিনী স্বাধীন।

উহার স্বামীর, ভাই বোন আদি,
একপরিবারে থাকিত যারা,
উহা হতে একে — একে কোন দিন,
দূরীকৃত সবে হয়েছে তারা।

ঠিক নাক ফোড়া, বলদের মত,
খাটায়েছে ওর পতিকে এমন,
হুকুমের তলে, রেখেছিল তারে,
দুবেলা তাহাকে করিত শাসন।

সে হতভাগাও, এত বোধ হীন,
শুনেছে অযথা আদেশ গুলি,
স্ত্রীর হাতে ঝাঁটা, দুবেলা খাইয়া
চেটেছে তাহারই পায়ের ধূলি।

অযথা উপায়ে, উহার ভরতা,
করেছিল শেষে অনেক টাকা,
চালা ঘর যত, ভাঙ্গিয়া তখন,
করেছিল নিজ আবাস পাকা।

বেশ ভূষা ওরে, অনেক দিলেও,
এক দিন তরে বাসেনি ভাল,
কাল বলে ঘৃণা, করিত তাহারে,
নিজেত প্রেতিনী হতেও কাল।

সোণা দানা পরি, হয়ে গরবিতা,
দিবসে পাপিনী দেখেছে তারা,
বহু ধন নিজে, পাইয়া তবুও,
পরের ভালতে হয়েছে সারা।

ধরম কারণে, কখন কিছুই,
করে নাই ওই পাপিনী নারী,
কটু কথা ক'য়ে দিয়াছে তাড়া'য়ে,
ভিখারী যখন এসেছে বাড়ী।

জড় সর হয়ে, যত প্রতিবেশী,
উহার ভয়েতে থাকিত সবে,
বেশী কি বলিব, পশু পাখী আদি,
পলাইত দূরে উহার রবে।

উহা হতে শেষে, উহার শাশুড়ী,
পেটের জ্বালাতে পরের দ্বারে,
মাগিয়া খেয়েছে, সেই বুড়া মাগী,
চরমেও সেবা করেনি তারে।

ও পাপিয়সীর, পাপের কাহিনা,
আর কত আমি বলিব তোমায়,
উহা হ'তে বেশী, কত যে পাপিনী
করিতেছে বাস এখনও ধরায়।

আবার ওখানে আসে যার শব,
ওর গুণ কিছু করহ শ্রবণ,
উহার সমান, তোমার জীবনে,
দেখনি কুটিল দেখনি কৃপণ।

পরের বাটীতে, হইয়া পালিত,
পরের যা কিছু পেয়েছে যখন
তাহাই আনিয়া, পূরেছে বাটীতে,
দেখ নাই লোভী উহার মতন।

হরিয়া কাড়িয়া, মাগিয়া যাচিয়া,
অনেক জিনীস করিয়া ঘরে,
প্রাণ ধরি নাহি, করি ব্যবহার,
রাখিয়া আসিল পরের তরে।

কড়ি ধোয়া জল, ব্যয় না করিয়া,
জমায়েছে ধন যকের মত,
ধরম করম, দিয়া উঠাইয়া,
ধনলাভে সদা থাকিত রত।

লেখা পড়া বোধ, ছিলনা তেমন,
তোষামোদ কাজে আছিল পটু,
প্রভু কারু প্রতি, রেগেছেন যদি,
অমনি তাহাকে বলেছে কটু।

পরের ভালতে বড়ই কাতর,
হ'ত সদা ওই কুটিল পামর,
প্রভু কিছু দিতে চাহিলে কাহাকে,
বাধা দিতে পাপী বাঁধিত কোমর।

সারি সারি দেখ, পুড়িছে ওখানে,
প্রথম তৃতীয় দশম উহার,
এ অঞ্চলবাসী, বিধবার শব,
শুন বলি কিছু ওদের আচার।

বিশ অনধিক, বয়সে উহারা,
নিজ নিজ সবে হারা'য়ে পতি,
কত অনাচার, করিয়া তবে না,
আজিকে এরূপ হইল গতি।

কিছু কাল আগে, হ'লে পতিহীনা,
সহমৃতা হ'ত সতীরা সবে,
পতিকেই গতি, জানিয়া তাহারা,
পতির চিতায় পুড়িত তবে।

তাহে অপারক, হ'ত যদি কেহ,
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করিয়া ধারণ,
সাংসারিক সুখে, দিয়া জলাঞ্জলি,
ব্রতদানে কাল করিত ক্ষেপণ।

বেশভূষা ছাড়ি, মুড়াইয়া মাথা,
হবিষ্যান্নে কাল করিত যাপন,
ভোগের বাসনা, করি পরিহার,
সন্ন্যাসিনী ভাব করিত ধারণ।

কুপ্রবৃত্তি যত, করিতে অন্তর,
কতনা কঠোর করিত তারা,
বেশ ভূষা আদি, আহার বিহার,
পতি সহ হ'ত সকলি হারা।

হয়ে নিয়োজিতা, ঘোর তপস্যায়,
পারত্রিকে শুধু থাকিয়া রত,
তপের প্রভাবে, হয়ে তেজস্বিনী,
থাকিতেন ঠিক দেবীর মত।

উহারা কেহই, ছিলনা তেমন,
আতপান্ন তা'ও করেনি ভোজন,
দুবেলা খাইয়া দুইধামা মুড়ি
বলেছে না খে'য়ে ঘটিল মরণ।

'আমিষ সকলে- খাইত না বটে,
তবুও পিতার ভ্রাতার তরে,
কত শত কই, মাগুরের প্রাণ,
করেছে বিনাশ আপন করে।

যে যত পেরেছে পরি বেশভূষা,
শোভিত হইয়া চিকণ কেশে,
পাড়ায় পাড়ায়, করেছে ভ্রমণ,
কাটিয়াছে কাল খেলিয়া হেসে।

পুত্র কন্যাহীনা, সকলেই ছিল,
এত আঁট তবু ঘরের প্রতি,
গৃহ কাজে সদা, থাকিয়া ব্যাপৃতা,
ধরমে কখন দেয়নি মতি।

পতি বিনা কোথা, থাকিয়া দুখিনী,
বিষাদে কাটিবে দুখের জীবন,
বিষ জ্ঞান করি, আমোদপ্রমোদে
করিবে কেবল ধরমাচরণ।

তা না হ'য়ে যত, অলীক কাজেতে,
এতই ব্যাপৃত থাকিত সবে,
দিনান্তে বারেক, ডাকিতে বিভুকে,
অবকাশ কেবা পেয়েছে কবে?

অথচ গ্রামেতে, বিবাহ থাকিলে,
শত কাজ ছাড়ি গিয়াছে তথা,
সকলের আগে, বাসরে পশিয়া,
আমোদের যত কয়েছে কথা।

পড়িতে শুনিতে, শিখে কিছু কিছু,
সেই গরবেতে হয়েছে সারা,
কুঁদুলে নিপুণ, হয়েছিল এত,
ঘুমাইলে তবে জুড়া'ত পাড়া।

যতেক বিধবা, রয়েছে এদেশে,
এইরূপ তার পনর আনা,
শতের ভিতরে দুই চারি জন,
সুশীলা থাকিতে গিয়াছে জানা।

ওই শ্রেণীরই, দ্বিতীয় সপ্তম,
চিতায় পুড়িছে যে দুটী দেহ,
কুলীনের ছেলে, ছিলেন উঁহারা,
এত মাননীয় ছিল না কেহ।

ওই মূঢ়দের, দিতে পরিচয়,
অতিশয় ঘৃণা হতেছে মনে,
ওদেরে দেখিয়া, হইল স্মরণ,
আগেকার সেই কুলীনগণে।

ধর্ম্মনিষ্ঠ যবে, সকল দ্বিজেরা,
তখন এমন ছিল না কুলীন,
তারতম্য তাহে, ঘটিয়া উঠিলে,
কুলের সৃষ্টি এই ত সে দিন।

বিদ্যা বুদ্ধি আদি, আচার বিনয়,
তখনও সকল দ্বিজের ছিল,
ব্রহ্ম অনুষ্ঠান, ছিল রীতিমত,
এখনি না হয় উঠিয়ে গেল।

ধরমাচরণে, শিথিলতা দেখি,
ধরমে আস্থা রাখার তরে,
নিষ্ঠাবানদের, রাখিতে উৎসাহ,
বল্লাল গেলেন কুলীন ক'রে।

তখনি আবার, হইল নিয়ম,
কুলীনে দুহিতা করিলে প্রদান,
কুলীনের কুল, তবেত থাকিবে,
অপরে স্বরগ হইবে বিধান।

ক্রমে উহাদের, বাপ পিতামহ,
আচার ধরম করিয়া হেলন,
বিবাহ ব্যবসা, খুলিয়া সকলে,
লাগিল সুখেতে যাপিতে জীবন।

দুচারি পুরুষ, কাটিয়া এ ভাবে,
এমন কুরীতি ওদের ঘরে,
দাঁড়ায়েছে শেষে, বলিতে সে কথা,
বিষাদে হৃদয় ব্যথিত করে।

লেখাপড়া ওরা, কিছুই শিখেনি,
আহ্নিক পূজা উঠিয়ে দিয়ে,
আচার বিনয়, ভাসিয়ে সলিলে,
যেপেছে জীবন পাচক হয়ে।

পাচকের দল, যেথানে দেখিবে,
কুলীনের ছেলে অনেক তাহার,
অকুলীন যত, হয়ে গুণান্বিত,
কুলীনে ঘটে'ছে অসৎ আচার।

আচার ধরম, ভ্রষ্ট তবুও,
কুল অভিমান এখনও এত,
কুলের গরবে, মরেন ফাটিয়া,
বিবাহে কায়দা করেন কত।

নিজের স্বারথ, ছাড়িতে সহজে,
কেহই কথন চাহে না বটে,
অপাত্রে দুহিতা, করিলে প্রদান,
দুষ্কৃতি তাহে দাতার ঘটে।

কত পিতামাতা, দেখিয়া শুনিয়া,
ওদিকে দুহিতা প্রদান করে,
অথচ কতই, ভাল ভাল বর,
বিনা বিবাহেই যেতেছে ম'রে।

দুই গণ্ডমূর্খ, কুলীনের ছেলে,
যাহারা পুড়িছে সমুখে তোমার,
ওদের মরণে, বৈধব্য যাতনা,
ঘটিল ত্রিগুণ অবলা বালার।

ওমনি কুলীনে, পূরিয়াছে দেশ,
আচার ধরম হইয়া হারা,
কত কুলীনের, হয়েছে ব্যবসা,
নীচ কাজ আর বিবাহ করা।

বাকী যত শব, পোড়ে ও শ্রেণীতে,
ওদের কথা কি বলিতে হবে,
হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ইহুদি,
সকলেরি বার উহারা সবে।

অনীশ্বর বাদী যুবক উহারা,
উহাদের ছিল নূতন আচার,
যাহার পেয়েছে, তাহারি খেয়েছে,
জাতের হুকার করেনি বিচার।

সব জাতি আছে, ওদের ভিতরে,
বামুন কায়েত নাপিত ধোপা,
কোন দেবদেবী, পূজেনি উহারা,
বলেনি জিহোব, বলেনি তোবা।

বেদ বিধি আদি, সামাজিক প্রথা,
কিছুই মানেনি উহারা কেহ,
কই কথনত দগ্ধ করিনি,
এত মহা মহা পাপীর দেহ।

ধরম দেবতা, মানিনা বলিয়া,
বাহাদুরী করি সাথীর কাছে,
প্রাণপণে নাম, করেনি ধাতার,
উহা করি হেয় হইবে পাছে!

যাদের প্রসাদে, সভ্যতাভিমানে,
মহা অভিমানী আছিল এরা,
কই তারা কেহ, নহেত এমন,
নিজের ধরম মানে ত তারা।

নিজের পরের, কাহার ধরম,
মানেনা এমন পাপীর দলে,
পূরিয়াছে এই, সোণার বাঙ্গালা,
সোণার ধরম ভাসিয়ে জলে।

বাপ পিতামহ, দেবতা মানিত,
দেব আরাধনা করিত তারা,
সে হেতু তাঁদিকে, "ফুলিস, বলিয়া,
কত গালা গালি দিয়াছে এরা।

ধরম বাঁধন, এড়িয়ে উহারা,
ঠিক ধরমের ষাঁড়ের মত,
গণিকা আলয়ে, হোটেলে যাইয়া
যথেচ্ছা-চারেতে থাকিত রত।

হিন্দুয়ানি ছাড়ি, অপর ধরম,
যদি ও পাপীরা করিত যাজন,
মহাসুখী আমি, হতেম তা হলে,
এড়িয়ে ও পাপ দেহের দাহন।

এই তো ধরমে, সমাজে আস্থা,
অথচ দেশের হিতের বেলা,
প্রাণ পণে তাহে, ঘটাইতে বাধা,
খেলেছে পাপীরা কতই খেলা।

ওদের ভিতরে, যাহারা যাহারা,
লয়েছিল দ্বিজ কুলেতে জনম,
উপবীত গাছী, রেখেছিল গলে,
যদিও মানেনি কোনই ধরম।

উহাদের যাঁরা, পিতা পিতামহ,
পূজিত দেবতা স্নানের পরে,
ভাগীরথী জল, করিত পরশ
নিজ নিজ দেহ শুচির তরে।

তাহার বদলে, এই পামরেরা,
সুগন্ধিত পমেটম মাখিয়া মাথে,
তাড়া তাড়ি গিয়া, বসিত ভোজনে,
জলটুকু তা'ও দিত না হাতে।

পরমার্থ হেতু, আছে যত কাজ
ভুলি তাহা এই যুবক সবে,
দান ধ্যান যদি, কিছু করে থাকে,
নিজ নারী বই করেছে কবে?

হয়ে পুণ্যবান, আর্য্য বংশধর,
মহা কুলাঙ্গার আছিল এরা,
পেটের কারণে, ফিরিয়াছে সদা,
ঠিক যেন গরু ছাগল ভেড়া।

বিদ্যাবুদ্ধি আদি, ধরমে বলেতে,
হীনছিল এরা তাঁদের চেয়ে,
চেহারাটী ভাল, করেছিল বটে,
ভাল প'রে ভাল উদরে খেয়ে।

পশুর অধম, এই পাপীদের,
কতবা বলিব রাতির কথা,
খেয়েছে পরেছে, নিজে নিজে ভাল,
বুঝেনি কথন পরের ব্যথা।

ছাড়ি দেব দেবী, ছাড়ি গুরুজন,
কেবল ধনীর করেছে সেবা,
যবন ম্লেচ্ছ যে, জাতিই হউক,
তাইবা বাছিতে গিয়াছে কেবা!

শুধু তাই নহে, ধনের কারণে,
খাইয়াছে কত জুতার ঘুষি,
তাহাতে ও প্রভু, যদি দয়াকরে,
তাই ভেবে কত হয়েছে খুসী।

পেটে রাজি হয়ে, কত অপমান,
সয়েছে যে এরা বলিতে নারি,
এইতো চাকুরি, ইহারি গরবে,
কতনা পাপীরা করেছে জারি।

এতক্ষণ তুমি, থাকিয়া এখানে,
যাহার যাহার দেখিলে দেহ,
নরাধম পাপী, সকলেই এরা,
মানুষের মত ছিলনা কেহ।

ভারতে যে আর, নাহিক সুজন,
তাহাও তোমারে বলিতে নারি,
কিছুদিন তুমি, থাকিলে এখানে,
দুএক সুজন দেখাতে পারি।

মহাপাপী আর, মহা প্রবঞ্চক,
লোকেতে পৃথিবী পূরেছে ব'লে,
বড় সাবধানে, হইবে থাকিতে,
ধরাতে ধরমে থাকিতে হ'লে।

ধর্ম্মের শাসন, গিয়াছে ঘুচিয়া,
ধর্ম্মলোপ ভয় রাখেনা কেহ,
তাহার প্রমাণ, পাইয়া থাকিবা,
পুড়িতে দেখিয়া ও সব দেহ।

পরম সুহৃদ, জানিবে যাহারে,
তিনিও নিজের হিতের তরে,
তোমার অহিত, করিলে সাধন,
সুহৃদের ভাব বুঝিবে পরে।

তাই বলি কোন, মানবের সহ,
কথন করোনা অধিক প্রণয়,
প্রণয় ভাজন, প্রণয়ের কাল,
ধরাধামে এবে পেয়েছে বিলয়।

সামাজিক হ'তে, যতই চাহিবে,
সমাজে মিশিতে যতই যাবে,
নাহিক ধরম, নাহিকদেবতা,
ততই একথা শুনিতে পাবে।

নাহি পাপে ভয়, নাহি পরকাল,
কর পাপাচার সুখের তরে,
প্রতারণা আদি, নহে দূষনীয়,
বলিবে এঁকেলে যতেক নরে।

অতএব সদা, থাকি নিরজনে,
যত পার কর ধরমাচরণ,
পরকালে তবে, হবে মহাসুখী
ইহকাল সুখে করিয়া যাপন।

ধরম দেবতা, অটল ভাবেতে,
আছেন সাবেক কালের মত,
এই কথা সদা, স্মরণ রাখিয়া—
ধরমাচরণে থাকিও রত।

পাপীর সমৃদ্ধি, দেখি অবিরত,
সাধুর দেখিয়া অধম গতি,
ধরমে বিরাগ, জনমিয়া বটে,
পাপাচারে যায় নরের মতি।

ভ্রমান্ধ অথচ, কতই তাহারা,
যাহারা অলীক সুখের তরে,
যে দুদিন এই, ধরাতে থাকিবে,
মহাপাপাচার কেবলি করে।

মুদিলে নয়ন, সকলি আঁধার,
বুঝেও যাহারা বুঝিতে নারে,
তারা কি কখন, মহামায়াবিনী,
কুমতির হাত এড়া'তে পারে।

পরকাল যদি, বুঝিতে না পার,
তথাচ থাকিলে ধরম পথে,
পরম সুখের, হইবে ভাজন,
হবে না বিপদ কোনই মতে।

কুটিলতা আর, প্রতারণা আদি,
নাহি কর যদি কাহারও সনে,
কেহই তোমার, না হয়ে অরাতি,
বাসিবেক প্রিয় সকল জনে।

কিন্তু পরকালে, নাহি তাকাইয়া,
যথেচ্ছাচারেতে থাকিলে রত,
পাপাচারীদের, দলে মিশে বটে,
যাপিবে জীবন কালের মত।

অখাদ্য কিছুই, রবে না তা হ'লে,
যবনেরো হাতে পারিবে খেতে,
ভোজনের বেলা, হবে না তোমারে,
পাদুকা মোচন আয়াস পেতে।

মাথা নোয়াইতে. হবে না তা হ'লে,
দেবালয় আদি দেখিবে যবে,
ধূমপান বেলা, হইবে সুবিধা,
যার তার হুকা হলেই হবে।

যে কোন সমাজে, করিবে গমন,
বেমালুম ভাবে যাইবে মিশে,
শূকরের মাস, কোথাও খাইবে,
কোথাও প্রসাদে যাইবে বসে।

লাভের বিষয়, যেখানে দেখিবে,
যেখানে স্বার্থ দেখিবে কিছু,
মিছা কথা আর, প্রবঞ্চনাদিতে,
তা হলে হাঁটিতে হবে না পিছু।

নিজের স্বার্থে, পরের অহিত,
তোমার দ্বারায় হইলে সাধন,
প্রতিবাদ কেহ, করিলে তাহাতে,
চাতুরীর কথা বলিবে তখন।

ভিতরে তোমার, যাহা কিছু থাক,
কামিজে কোটেতে ঢেকে সে সকল
বলিবে অযথা, কিছুই করি না,
তবে যা করেছি চাতুরী কেবল।

চাতুরী করিতে, শিখে যোগে যাগে,
পাপীদের দলে থাকিতে হলে,
দোষ দিতে কেহ, নারিবে তোমারে,
ছুরিকাও কারু গলায় দিলে।

অসদুপায়ের, হয়ে অনুগামী,
হয়ত বিষয়ী হইবে তুমি;
পরি ভাল বেশ, বিলাতি পাদুকা,
হয়ত চলনে কাঁপা'বে ভূমি।

বুক ফুলাইয়া, পারিবা বেড়াতে,
কুপথ সুপথ না করি বিচার,
কিন্তু বল দেখি, কয় দিন তরে,
এরূপ গরব চলিবে তোমার।

ওই দেখ এই, শ্মশান ভূমিতে,
যায় গড়াগড়ি অনেক মাথা,
ওসব দেখিয়া, তোমার মানসে,
স্বতঃই হইবে অশেষ ব্যথা।

কোনটা কাদায়, কোনটা ছেয়েতে,
পুরীষে কোনটা রয়েছে প'ড়ে,
কোনটা উপুর, চিৎহয়ে কেহ,
বিকট দশন বাহির করে।

কোন কালে কোন, নর বা নারীর,
শিরোরূপে ওরা পেয়েছে শোভা,
তোমাদের মত, উহাদেরও ছিল,
নাসিকা শ্রবণ চিবুক জিহ্বা।

সে দিন সুকেশে, হইয়া শোভিত,
ফাটায়েছে সিঁতা টেরির ধুমে,
আজিকে বাছারা, এহেন দশাতে,
যায় গড়াগড়ি শ্মশান ভূমে।

যাহাদের মাথা, ইহারা সকলে,
তাদের ভিতরে কেহ বা ধনী,
কেহবা গরিব; কেহ মহাপাপী,
কেহবা আছিল অশেষগুণী।

কেহ খাটাইত, কেহ বা খাটিত,
কেহবা জঠর পূরণ তরে,
নানা পাপ কাজ, করি আচরণ,
দূষিত করেছে আপন করে।

হয়ত কৃষক, হয়ে কোন জন,
যেপেছে জীবন কায়িকশ্রমে,
ফের ফার কিছু, বুঝেনি গরিব,
নিজের সরল স্বভাব ক্রমে।

সকালে উঠিয়া, নিজ জমি পানে,
লাঙ্গল লইয়া করেছে গমন,
মাঠেই খেয়েছে, মাঠেই নেয়েছে,
সারা দিন মাঠে করেছে ক্ষেপণ।

দিবসের কাজ, করি সমাপন,
বলদ জোড়াটী লইয়া সাথে,
আবাসে আসিয়া, গরুদের সেবা,
করিয়াছে আগে আপন হাতে।

পরে মুখ হাত, ধুইয়া মুছিয়া
গৃহিণী যা কিছু দিয়াছে তারে,
ক্ষুধিত কৃষক, সে গুলি খাইয়া,
হয় ত বসেছে নিজের দ্বারে।

অথবা অপর, কৃষকের বাটী,
গিয়ে কিছু কাল কেটেছে তথা,
পাপালাপ কিছু, করেনি সেখানে,
কহিয়াছে শুধু চাষের কথা।

পাকিলে ফসল, মনের সুখেতে,
কেটেছে মেড়েছে আপন হাতে,
কাজের বেলায়, গেয়ে নানা গীত,
অশেষ আমোদ পেয়েছে তাতে।

তাবৎ জীবন, এভাবে কাটিয়া,
কালক্রমে তার ঘটেছে মরণ,
পারত্রিক কাজ, নাহি পারিলেও,
পাপের পথেও করেনি ভ্রমণ।

আবার কেহবা, জীবিকা কারণে,
ব্যবসায় হেতু খুলিয়া দোকান,
ধরমের ভাণ, করিয়া বাহিরে,
ঠকায়েছে লোকে চোরের সমান।

যে দরে কিনেছে, ততোধিক দর,
অম্লান বদনে লোকের কাছে,
শপথ করেও, বলেছে অবোধ,
ক্রেতার প্রতীতি না হয় পাছে।

উচিত লাভের, উপরে এভাবে,
অযথা উপায়ে কতকলয়ে,
তবুও অসুখে, যেপেছে জীবন,
পাপভার নিজ মাথায় ব'য়ে।

হয়ত তাহার, জনমিয়া ছিল,
বিধির প্রসাদে দুইটী ছেলে,
তাদের খাওয়াতে, পেটেও খায়নি,
কোন রূপে কোন খাবার পেলে।

সৎ বা অসৎ, যে কোন উপায়ে,
যাহা কিছু লাভ করেছে পরে,
লেখা পড়া কিছু, শিখা'তে তাদেরে,
অকাতরে ব্যয় গিয়াছে করে।

কাল বশে পুন, গিয়াছে মরিয়া,
প্রাণাধিক সেই তনয় দুটী,
চিকিৎসা কারণে, পুঁজি পাটা সব,
ভাঙ্গিতে যদিও করেনি ত্রুটি।

ছেলেদের সহ, আশা ভরসাদি,
পুঁজি পাটা সব হইয়া হারা,
শেষকালে সেই, গরিব বেচারা,
খাবার অভাবে পড়েছে মারা।

কেহ জনমের, কিছু দিন পরে,
পিতা মাতা দুই হইয়া হারা,
হয়ে দীন হীন, নিরুপায় শিশু,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয়েছে সারা।

মাতুলের ঘরে, হইতে পালিত,
বড় দুরগতি সয়েছে তথা,
মাতুলানী তারে, নারিত দেখিতে;
কেবলি খুঁজিত দোষের কথা।

নব নব দোষ, করিয়া আরোপ,
করিত পতির শ্রবণ ভারি,
নিরুপায় সেই, শিশুরে শেষেতে
হইল ছাড়িতে মামার বাড়ী।

কি করে তখন, নিরুপায় শিশু,
মাগিয়া খেয়েছে পরের দ্বারে,
বিরস বদন, তাহার দেখিয়া,
কেহ কেহ দয়া করিত তারে।

বোধা বোধ তার, যেমন আছিল,
লেখা পড়া যদি শিখিত পে'ত,
হয়ত "এম এ," উপাধি লভিয়া,
ভালরূপে কাল কাটিয়া যে'ত।

পড়িবার কাল, হইলে অতীত,
ষোড়শ বরষ বয়ঃক্রমে,
কোন এক জন, ধনীর বাটীতে,
হয়েছিল বিয়ে ঘটনাক্রমে।

ধনীর জামাতা, হইয়া তখন,
সাজিতে লাগিল বাবুর বেশে,
শ্বশুরের টাকা, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া
মদ মাসে রত হইল শেষে।

তাহার শ্বশুর, সদাচারী অতি,
জ্বালাতন হয়ে সে পাপাচারে,
মরমে ব্যথিত, দুহিতার হেতু,
তবু কোন কথা বলেনি তারে।

এভাবে হইলে, কিছু দিন গত,
প্রণয়িনী তার যাইলে মরে,
কুপিত শ্বশুর, তখন তাহারে,
বাটী হতে দিল বাহির ক'রে।

মদের নেশাতে, শেষে এক দিন,
খুন করি এক গণিকা নারী,
ফাঁসীতে জীবন, হারায়ে পামর,
ধরা ছাড়ি গেছে যমের বাড়ী।

কেহ দুকলম, শিখে লেখা পড়া,
সেই গরবেতে হয়েছে সারা,
চাকর হয়েছে, পেটের কারণে,
তবু ধরাখানা দেখেছে সরা।

ভাবিয়া দেখিলে, এহেন গরিমা,
করিবার কিছু ছিল না কারণ,
কথায় কথায়, হয়েছে তাহারে
সহিতে প্রভুর অনেক তাড়ন।

যে দেশে যে কালে, যাহার ঘরেতে,
লয়েছিল ওই মানব জনম
ভাত রেঁধে কাল, হইত কাটিতে,
অথবা তাদৃশ করিয়া করম।

দয়া ক'রে কোন, ধনী সদাশয়,
শিখিতে ব্যয় না দিতেন যদি,
জনম যে কুলে, তদ অনুরূপ
দশায় থাকিত জীবনাবধি।

শিখেছিল যাহা, তত বেশী নয়,
যতেক বড়াই করিত মুখে,
পিতার খরচে, শিখেনি বলিয়া,
ব্যথিত হয়নি বাপের দুখে।

যেরূপ চাকরি যুটেছিল তার,
হইত তাহাতে অনেক উপায়,
তবু পিতা কিছু, চাহিতে আসিলে,
ধূলাপায়ে তারে করিত বিদায়।

দানধ্যান আর শ্রাদ্ধ আদিতে,
খরচ করিতে হবে না বলে,
"সাজে মাত্র ব্রাহ্ম" থাকিত সাজিয়া,
অথবা পথেই ফিরিত চলে।

কৃপণ আছিল, অতিশয় বটে,
হটেলে খাইত পরের পেলে,
ওজোর করিয়া, কেবলি টালিত,
মহাজন হ'তে তাগিদা এলে।

অনেক চালাকী, অনেক চাতুরী
খেলেছে অনেক লোকের সনে,
মরেছে, পুড়েছে, পৃথিবী ছেড়েছে,
তবু গালি দেয় অনেক জনে।

এভাবে দেখিবে, এই ধরাধামে,
নিয়ত চলিছে বিধির খেলা,
অবোধ মানব কোন রকমেতে,
পায় না দেখিতে সুখের বেলা।

ভাল করিয়াছ আসিয়া এখানে,
ভালবাসি আমি সে সবনরে,
যাহারা এহেন, মায়ার জীবনে,
সদাই আমারে স্মরণ করে।

কলির এঘোর, অধিকার কালে,
রতিমতি পাপে স্বতঃই ঘটে,
তবু আমাপানে নিয়ত চাহিলে,
কতক বিরতি জনমে বটে।

ধরমার্জ্জনে, অভিলাষী জন,
গুরু বলি মোরে স্বীকার করে,
মোর উপদেশ, করিয়া গ্রহণ
ধরমানুষ্ঠান করয়ে পরে।

পাপে সুখ খুঁজে, যে মূঢ় মানব,
পশু হতে তারে অধমগণি,
বিদ্যা বুদ্ধি তার, যত কেন থাকে
হয় না সে জন অতুল ধনী!

ধনমান জ্ঞান, শুধু যদি থাকে,
আমিত মানুষ গণিনা তারে,
ধরমেতে মতি, নাহি যে জনার,
পশু জেন সেটা মানবাকারে।

তুমি পাপমতি, পাপে থাক রত,
তবু কি জানি, কি করিয়া মনে,
বহুক্ষণ হ'তে, আছ দাঁড়াইয়া
কহিতেছ কথা আমার সনে।

ধরমোপদেশ, যাহারে তাহারে,
প্রদান করিতে নিষেধ আছে,
তবু কিছু কিছু, ধরমের নীতি,
বেকত করিব তোমার কাছে।

কি ভাব, মানব, কি কর বসিয়ে ;
কত মৃত দেহ যেতেছে ভাসিয়ে,
ওই দেখ ওই কালের সাগরে,
তোমারও ভাসিবে কিছুকাল পরে।
আর যতক্ষণ থাকিবে জীবন,
মিছা কাজে নাহি করিয়া ক্ষেপণ ;
বলিব যে নীতি করিয়া গ্রহণ ;
নিজের সুকৃতি করহ সাধন।

গুরু বলি যদি করিলে স্বীকার ;
মনে যদি নাহি রাখিলে বিকার ;
আমা হ'তে যাহা করিবা শ্রবণ,
জেনো তাহা সেই ধাতার বচন।
পার যদি তাহা, শুন কিছু বলি,
নতুবা যথেচ্ছা যেতে পার চলি।

আমাতে বিশ্বাস হইল যথন,
বলি কিছু নীতি করহ শ্রবণ।
ভাল, তবে জেনো এইমাত্র তুমি,
এই যে সংসার, হয় ক্রীড়া ভূমি,
সুকুহকী কোন ঐন্দ্রজালিকের ;
এতদিন তাহা পাও নাই টের।
একাকী তোমারে আনিয়া হেথায়,
করেছেন মুগ্ধ কুহক মায়ায়।

তুমি আর তিনি, মাত্র দুইজন,
ফিরিতেছ এই ভূমে অনুক্ষণ ;
অথচ তাঁহারে না পেয়ে দেখিতে,
কোটী কোটী দ্রব্য দেখ চারিভিতে।
ঘোরতর মোহে হয়েছ মোহিত ;
অকারণে কেন হতেছ চকিত ?
অবহিত হয়ে শুন যাহা বলি ;
ক্রমে ক্রমে তুমি বুঝিবে সকলি।
কার সহ বল এসেছ সংসারে ?
কেবা শেষে যাবে তব সহকারে ?
জেনেছ, শুনেছ, এ কথা নিশ্চয় ;
জনমে মরণে সঙ্গী না মিলয়।
মাঝের কদিন দেখ যাহা যাহা,
তাঁহারি ত মূর্ত্তি ভেদ সব তাহা।

ভূচর খেচর জলচরগণ,
যাহে পর যাহে জানহ আপন,
পশু পাখী আদি কীট পতঙ্গম,
বৃক্ষলতা গুল্ম স্থাবর জঙ্গম,
সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সত্বা যাহাদের,
এ যাবৎ কাল পাইতেছে টের ;
জেনো, জেনো একা সেই বিশ্বরূপ,
আছেন ধরিয়া ও সকল রূপ।
ভাল মন্দ উচ্চ নীচ বস্তুগণ,
কিছু ছাড়া তিনি নন কোনক্ষণ,
সর্ব্বব্যাপী তিনি আছেন সকলে,
সর্ব্ব শাস্ত্রে সদা এই কথা বলে।
কিন্তু এক কথা মনে যেন রয়,
যতদিন চিত্ত বিশুদ্ধ না হয়,
ভাল মন্দ জ্ঞান যাবৎ থাকিবে,
মন্দ ছাড়ি তাঁরে ভালতে দেখিবে।

যথা দ্বিজ, গাভী, পুষ্পিত কানন,
জাহ্নবী, অশ্বত্থ, নরপতিগণ ;
সদাচারী ব্যক্তি যাঁদিকে দেখিবে,
সে সকলে স্থিতি তাঁহার জানিবে,
যতদিন নাহি হবে চিত্ত শুদ্ধি,
থাকিবে তাবৎ ভাল মন্দ বুদ্ধি,
কাজেই মানস হয় সন্দিহান,
মন্দেতে দেখিতে তাঁর অধিষ্ঠান ;
তাই বলি মন্দ করিয়া বর্জ্জন,
ভালতেই তাঁরে কর়ো দরশন।

মোহ পরবশ আছ অতিশয়,
তাই মোর বাক্যে মানিছ বিস্ময় ;
বলিলাম যাহা নহেক অলীক,
এত বয়সেও মোহ এতাধিক ?
দেখেছ, কুহকী কৌশলের বলে,
উপজয় মোহ দর্শকের দলে ;
লাগা'য়ে চটক হাতে লয়ে মাটী,
প্রদর্শয় স্বর্ণ অতিশয় খাঁটী ;
ধরিয়া মেঠাই দেখায় প্রস্তর,
ফল ধরি ফুল বানায় সুন্দর ;
যদিও কৌশল ভিন্ন কিছু নয়,
দর্শকেরা তাহে মানয়ে বিস্ময়।

এই যদি হ'ল সামান্যের বেলা,
কেমনে বুঝিবে সে জনের খেলা,
যত যাদুকর যাঁর যাদু বলে,
লভিয়া জীবন ফিরে দলে দলে।
তাঁর মহা মোহে মোহিত হইয়া,
একে আন বলি চলিছ মানিয়া ;

মোহ দূর তব যখনি হইবে,
প্রকৃত যা কিছু তখনি জানিবে ;
দেখিবে, যেখানে যাহা দৃষ্ট হয়,
তাঁরি মূর্ত্তি ভেদ বই কিছু নয়।—

জানিও যে একা এসেছ সংসারে,
আর যাহা কিছু দেখ চারিধারে,
কুহকাঙ্গীভূত সে সব তাঁহার
জানিবে জানিবে সহস্রেক বার।
বল, তোমা জন্ম দিল কোন জন,
কেই বা জঠরে করিয়া ধারণ,
প্রথমতঃ নিজ শোণিতের দ্বারা,
শিশু বেলা মুখে দিয়া দুগ্ধধারা,
পরে অন্ন জল দিয়া স্নেহ ভরে,
এত বড় আজি করিল তোমারে ?
হয়ত বলিবে, কোটী কোটী নর,
বিরাজে সংসারে, দেখি নিরন্তর,
তার মাঝে ছিল একজন নর,
তাঁহারি ত আমি হই বংশধর।
আর সে জনার ছিল যে ঘরণী,
সেই নারী ছিল আমার জননী।

কি ভ্রম, মানব, কি ভ্রম তোমার,
কিছুই বুঝিতে নার ফেরফার ;
পিতারূপে সেই জগৎ কারণ,
জন্ম দিয়া তোমা, করিয়া পালন,
জননী রূপেতে ধরিয়া জঠরে,
করিয়া লালন, অশেষ কঠোরে,
হইলেন কত ভকতি ভাজন,
তাহারি পরীক্ষা করিতে গ্রহণ,
ওই দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া,
কৃতজ্ঞতা তব লয়েন জানিয়া।

পিতামাতা প্রতি যে ভক্তি করিবে,
তাঁ'তে বই আর কাহাতে বর্ত্তিবে ?

অজ্ঞানান্ধকার করিবারে নাশ,
দিব্য জ্যোতি মনে করিতে প্রকাশ,
গুরুরূপে তোমা দিয়া উপদেশ,
করেন প্রকাশ করুণা অশেষ ;
নানা স্থানে যদি পাও নানা শিক্ষা,
জানিবে সে সব তাঁরি দত্ত দীক্ষা।
নানা জিহ্বা হ'তে হয়ে নিঃসরণ,
করে তব মনে জ্ঞান সঞ্চরণ ;
হিতবাক্য যেথা যা কিছু শুনিবে,
তব প্রতি তাঁরি করুণা জানিবে।
ভেদ জ্ঞান যদি কোন রূপে হয়,
নরকেতে স্থান হইবে নিশ্চয়।
গুরুরূপী তাঁর অভয় চরণ
কর হৃদে সদা স্মরণ মনন
তিনি ভিন্ন গুরু অন্য কেহ নন,
মনে যেন ইহা জাগে সর্ব্বক্ষণ।

একা সে কুহকী নানা রূপ ধরি,
রেখেছেন মহা মোহে মুগ্ধ করি ;
চারিদিকে যত দ্রব্য নিরীক্ষণ,
করিতে পেতেছ তুমি অনুক্ষণ,
মনে ভেবে দেখ করিয়া বিচার,
সকলেতে সত্ত্বা রয়েছে তাঁহার,
সিংহ ব্যাঘ্র করী মূষিক বিড়াল
গো মহিষ মেষ কুক্কুর শৃগাল।
বৃক্ষলতা গুল্ম ওষধ্যাদি ঘাষ,
কিসে বা তাঁহার নাহিক বিকাশ।

এক যদি তিনি বিভিন্ন আকারে,
বিভিন্ন মূরতি ধরি এ প্রকারে,

বহুরূপে দেন বহু দরশন,
জানিতে কি চাহ তাহার কারণ ?

কেন, মনে নাই. শুনাও কি নাই,
শাস্ত্রে, গুরুমুখে, এ কথা সদাই ?
ছিলে গর্ভকোষে নিহিত যখন,
পেয়েছিলে তাঁর নিত্য দরশন,
যতেক ইন্দ্রিয় ছিল অবরোধ,
ছিল না সে কালে কোন বাহ্য বোধ.
একাকী তথায় থাকিলে যাবৎ,
করেছিলে ভক্তি স্তুতি যথাবৎ,
ব'লেছিলে, নাথ ! শ্রীমূর্ত্তি দর্শন,
করিয়া যুড়া'ল অন্তর নয়ন,
পূর্ব্ব জন্মে থাকি মায়াতে মোহিত,
তোমাতে নিবেশ করি নাই চিত ;
তাই এ যাতনা আমারে গর্ভেতে,
এতাধিক এবে হতেছে সহিতে,
বিষ্ঠা, কৃমি, মূত্র, ক্লেদের সহিত,
পাইতেছি কষ্ট আমি যথোচিত ;
তবে যে তোমার পেতেছি দর্শন,
তাই এই বাস ত্যাগে নাহি মন,
কিন্তু, নাথ, তব বিধানানুসারে,
দশ মাস পূর্ণ হইলে, আমারে,
গর্ভ হ'তে হবে হইতে নির্গত,
তথাপিও তে মা স্মরিব সতত,
যত পার চেষ্টা করো ভুলা'বার,
"ভুলিব না," এই প্রতিজ্ঞা আমার।

এ প্রতিজ্ঞা যবে কর গর্ভাবাসে,
এক বই কিছু দেখনি পাশে,
এখনও জানিবে, এই মর্ত্ত্য ঠাঁই,
এক "তিনিবই" আর কিছু নাই,
অনন্ত কোটী যে দ্রব্য দৃষ্ট হয়,
তাঁরি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বই নয়।
ভুলাবার যত করিবা ছলনা
দেখো কিছুতেই তোমা ভুলিব না
এই বলেছিলে তুমি না তখন ?—
—তাই এত মূর্ত্তি কর দরশন।
ভুলা'তে যেমন, স্মরা'তে তেমন,
সেই দয়াময় করেন যতন,
কিন্তু তুমি হও অতি মূঢ় জন,
স্মরণে সুযোগ করিয়া হেলন,
ভুলাবার যত ঘটিছে ব্যাপার ;
তাহাতেই মুগ্ধ হতেছ অপার।

প্রচণ্ড উত্তাপে করিতে ভ্রমণ,
পড়িয়া প্রান্তরে তাপিত-জীবন,
মহাবৃক্ষ এক নিকটে দেখিয়া,
গিয়া তথা তার ছায়াতে বসিয়া,
তৃষ্ণা শান্তি হেতু জল অন্বেষণ,
করিবারে চারিদিক নিরীক্ষণ,
করিয়া দেখিলে জল কাছে নাই,
হতাশ হইয়া বসিলে সে ঠাঁই।
হেন কালে কাঁধে জল ভার লয়ে,
কেহ যদি আসি তথায় বসয়ে ;
দেখিয়া তোমারে তৃষ্ণায় অজ্ঞান,
কিছু জল যদি করয়ে প্রদান ;
কার প্রতি প্রদর্শিবে কৃতজ্ঞতা ?
কেবা সেই বৃক্ষ, কেবা জল দাতা ?
মায়া মুগ্ধ থাকি জানিতে নারিবে,
ঘটনাতে ইহা ঘটিল ভাবিবে।

কিন্তু তব বুদ্ধি অতি বিপরীত,
তাই হেন মনে ভাবিলে নিশ্চিত।

তোমার অভাব দেখি কৃপাবান,
বৃক্ষরূপে তথা হয়ে দৃশ্যমান,
বসা'লেন ডাকি ছায়াতে সাদরে,
তব ক্লান্তি দূর করিবার তরে,
তোমার পিপাসা করিবারে দূর
ভারে করি জল আনিয়া প্রচুর
কোন নর রূপে আসি সেই স্থানে,
তুষিলেন তোমা মিষ্টজল দানে;
ইহাও দেখিতে চক্ষু নাহি থাকে,
বিড়ম্বনা জেনো ঘটেছে তোমাকে।

গলিতাঙ্গ এক অন্ধ দীন জন,
পূতিগন্ধে করে মক্ষী ভণভণ
ক্ষত স্থানে কীটে করিছে দংশন,
তাই ব'সে দেখ করিছে রোদন,
ও মূর্ত্তি কি হেতু তোমার গোচরে,
ওই ভাবে এত আর্ত্তনাদ করে?

তব চক্ষে, এই ঘৃণিত শরীরে,
(পদ্ম যথা থাকে সরসীর নীরে,
অসংশ্লিষ্টভাবে, জলের উপর,
পরমাত্মা এক আছে নিরন্তর।
কেন যে ও দশা হয়েছে উহার,)
নাহি প্রয়োজন করিয়া বিচার,
যথাসাধ্য দয়া প্রকাশ উহায়,
বৃদ্ধি বই ক্ষতি নাহি আছে তায়।
পার কি বলিতে কি কারণে আর,
ও মূরতি রহে সম্মুখে তোমার?

বুঝিবে ত তুমি আপনি সকলি?
শুন শুন তাহা আমি তোমা বলি;
যে আত্মা করিছে উহাতে বিরাজ,
কেন তাহা নহে তব দেহ মাঝ?'

তব আত্মা কেন না থাকি তোমাতে,
পরিবরতিত হয় নি উহাতে?
অথবা ও ব্যক্তি তোমার মতন,
না হইয়া কেন সুন্দর গঠন;
তুমি গলিতাঙ্গ কেন ওর প্রায়,
না হইয়া হলে এ হেন সুকায়?
সে কারণে স্তুতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা,
প্রদর্শিবে তুমি তাঁর প্রতি যথা,
তার অবকাশ প্রদানের তরে,
ওই মূর্ত্তি দেখ, তোমার গোচরে।
এত দয়া তাঁর তোমার উপর,
জানিলে কি তাঁহে না কর নির্ভর?

তোমা হ'তে দীন হীন বহু নর,
রহিয়াছে দেখ অবনি ভিতর,
তুমি তাহাদের হ'তে হীন তর,
না হয়ে বরঞ্চ হলে শ্রেষ্ঠতর;
সে কারণে সেই বিভুর চরণ,
সর্ব্বদা হৃদয়ে করিয়া ধারণ
শ্রেষ্ঠতর গতি পারিবা লভিতে,
হেন মূর্ত্তি তাই দেখ চারিভিতে।
দেখ, তাঁর কত শুভ উপদেশ,—
দৃষ্টি তাহে তব নাহি সবিশেষ।

এই কথা সদা মনে যেন রয়,
তাঁরি মূর্ত্তি ভেদ বই কিছু নয়,
"তুমি ভিন্ন," যেথা যাহা বিদ্যমান,
সকলেতে জেনো তাঁর অধিষ্ঠান।

সচকিতে বড় চাও মোর পানে,
একথা কর্কশ লাগিতেছে কানে,

'তুমি ভিন্ন,' শুনি হ'লে সন্দিহান
ঘুচা'ব সন্দেহ কর অবধান।

হেন অভিমান আছে যদি মনে ?
এত কদাচারী হইলে কেমনে ?
আছেন যথার্থ সেই হৃষিকেশ
সকল হৃদয়ে হয়ে হৃদয়েশ,
তথা হ'তে সদসৎ বিচারিয়া,
সৎ পথে যেতে ইঙ্গিত করিয়া,
দিতেছেন অতি শুভ উপদেশ,
পালিছ কি তুমি সে সব আদেশ ?
তাঁর বাক্য যদি না মানিলে সার
থেকে ও যে নাহি থাকা হ'ল তাঁর !

তাঁহার নিষেধ বিধি অনুসারে,
চলিতে যে কেহ পারে এ সংসারে,
অশুভ তাহারে নাকরে আশ্রয়,
এ ধরাতে সেই জন স্বর্গে রয়।
বিপরীত যেবা করে আচরণ,
নিয়ত সে করে নরকে ভ্রমণ,
আজ্ঞা যদি তুমি মানিতে পারিতে,
পরম আনন্দে জীবন কাটিতে।
মাননা কেমনে, দিই বুঝাইয়া,
মোটামুটী দুটী আচার ধরিয়া,
কোন খেলা পাতি যদি কোন জন,
'এস খেলি', বলি করে আকর্ষণ,
কিম্বা কোন জন দাঁড়ালয়ে হাতে,
বলে "এস মৎস্য ধরি দুজনাতে,"
অথবা কিঞ্চিৎ লভ্যের বিষয়ে ;
অকার্য্য করিতে তোমারে ডাকয়ে ;
কিম্বা তব মন মোহিবার তরে,
হাব ভাব যদি কোন নারী ধরে,
অথবা অলীক আমোদ করিতে,
আসে যদি কেহ তোমারে ডাকিতে,
হৃদয়ের গুপ্ত কন্দরে থাকিয়া,
সেই বিভু তবে বলেন ডাকিয়া,
না করিয়া হেন অকাজে গমন,
আমাতে নিবিষ্ট থাক ততক্ষণ ;
করেছ কি কভু সে আজ্ঞাপালন,
করিলে এ দশা হবে কি কারণ ?

সেই সুমঙ্গল বচণ শ্রবণ,
করিতে অভ্যাস যে করে যেমন,
সেই তাহা তত পালনে সমর্থ,
না শুনিলে হয় সুতরাঙ্গ ব্যর্থ।
ব্যর্থ হয়, তবু করুণা সাগর,
সুধাময় যুক্তি দেন নিরন্তর,
বধিরতা কিন্তু ধরিয়া শ্রবণে,
নাহি রাখে দ্বিধা অকার্য্য করণে।
জেনো, জেনো, তুমি একথা নিশ্চয় ;
অকারণে কেন মানিছ বিস্ময় ?

কাম ক্রোধ আদি যত রিপুগণ,
কুকার্য্যে নিয়ত করে উত্তেজন,
কুসঙ্গ রূপেতে দেখ যত নর,
রিপুহতে এরা হয়ে ক্ষতিকর,
সৎপথে কাঁটা করি আরোপণ,
মনসুখে করে বিপথে চালন।
এরা যবে পাপে উত্তেজনা করে,
আছেন যে বিভু হৃদয় ভিতরে
না করিয়া তোমা নিষেধ তখন,
থাকেন কি নিদ্রাবেশে অচেতন ?

কখন বিশ্বাস করোনা ইহাতে,
নিদ্রা বেশ কভু সম্ভবে তাঁহাতে ?

তিনি আপনার মঙ্গল বচন,
বলেন তোমারে নিশ্চয় তখন।
শুনিতে অভ্যাস করিয়া থাকিতে,
তবে শুভ বাক্য শুনিতে পাইতে।

পুরাণে শুনিয়া থাকিবা নিশ্চয়,
ছিলেন সুভক্ত ধ্রুব মহাশয়,
পঞ্চম বর্ষের বালক যখন,
করিয়া প্রবেশ গহন কানন,
হইলেন ঘোর তপস্যায় রত,
কে পেরেছে তাঁরে করিতে বিরত ?
তাঁর দাঢ্য কত পরীক্ষার তরে,
সেই বিভু, সেই বনের ভিতরে,
শার্দ্দুলের রূপ করিয়া ধারণ,
করিলেন যবে ভীষণ গর্জ্জন,
সরল বালক নাহি মানি ত্রাস,
গুরু বাক্যে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস
প্রভুর সঞ্চার হয়েছে জানিয়া,
প্রেমানন্দে দুই বাহু পসারিয়া,
বলে, এস পদ্ম পলাশ লোচন,
জুড়াই জীবন করি আলিঙ্গন ;
দয়া ময় প্রভু তাঁহারে তখন,
ধ্রুবলোকে ল'য়ে করেন স্থাপন।

আর তুমি মূঢ় লভিয়া জীবন,
তিন কাল কাটি, চতুর্থে এখন,
তবু কোন জ্ঞান হলো না তোমার,
নারিলে বুঝিতে কোন ফের ফার,
কোন রূপে কেহ নিকটে আসিলে,
অমনি সকলি যাও তুমি ভুলে ;
শেষে হলো এই তব জন্ম ফল,
হলে "খাদ্যে বিষ্ঠা প্রস্তুতের কল,"
তুমি হও হস্ত পদ যুত কল,
সামান্য হইতে ধর বেশী বল,
যে খাদ্য তোমাতে বিষ্ঠাভাব ধরে,
তাহা লাভ কর আপনার করে,
সেই খাদ্য নিজে করিতে সংগ্রহ,
করিতেছ শ্রম তুমি অহরহ,
হয়ত সংগ্রহে বেশীবল ধর,
তাহে ভূরি খাদ্য সদা লাভ কর,
অতিরিক্ত খাদ্য খায় কোন জন ?—
যারে যারে তুমি বলহ আপন।

যারে তারে সদা বলা আপনার,
দেয় পরিচয় অতি মূঢ়তার;
ভেবে দেখ মনে, তব বাস ঘরে,
বিড়াল মূষিক দু'য়ে বাস করে,
মম বলি, একে করহ যতন,
অন্য প্রতি ঘৃণা কর প্রদর্শন,
সে মূষিকে যবে বিড়ালে ধরিল,
বড় সুখ তব মনে উপজিল,
পুন যদি কোন কুকুরে সংহারে,
অতিপ্রিয় সেই তোমার মার্জ্জারে,
মহাশোকে তুমি হইবে বিহ্বল,—
মম বলিবার দেখ কিবা ফল।

আর এক ভ্রম কেমন তোমার,
পাও নাই আঁখি তাহা দেখিবার,
আছে তব গৃহে পোষিত কুকুর,
তারে অন্ন তুমি দিয়াছ প্রচুর,

অপর কুকুর নিকটেতে ছিল,
তাহার সহিত খাইতে লাগিল,
দেখি, তুমি মহা ক্রোধিত হইয়া,
ঠেঙ্গা হাতে তারে দিলে তাড়াইয়া,
উচিত-এ কাজ হল কি তোমার?
ইহা অল্প দোষ জেন মমতার,
আছে যত লোক ধর্ম্ম পরায়ণ,
না সহিবে কভু হেন আচরণ।

পুত্র কন্যা আদি যে আছে আপন,
যারে যত স্নেহ কর প্রদর্শন,
বিয়োগ অবশ্য হ'তেও ত পারে,
তত তাপ তবে দিবে সে তোমারে।
মানা নাই, তুমি থাক পরিবারে,
অত স্নেহ কেন কর যারে তারে?
কেবা পুত্র কেবা কন্যা সে তোমার,
এ সম্বন্ধ বেশীদিন রাখা ভার।
পরীক্ষার স্থল হয় মর্ত্ত্য ভূমি,—
বিধাতারে সদা স্মর কিনা তুমি,
তাহাই পরীক্ষা করিবার তরে,
ও সব জঞ্জাল তোমার উপরে।
সে ধ্রুব যেমন বাধাও তেমন,
তোমার উপরে তোমারি মতন,
ব্যাঘ্র দেখি তিনি পান নাই ভয়,
পুত্রাদিতে তুমি মানিয়া বিস্ময়,
একবারে ভুলি যাইয়া বিভুকে
হানিলে শাণিত অস্ত্র নিজ বুকে।

একা বিভু সেই নানা রূপ ধরি,
ছলেন তোমারে নানাবিধ করি,
সর্ব্বভূতে তাঁর আছে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বত্রে ইহার পাইবে প্রমাণ,
কোন ভূতে করি অখাদ্য ভোজন,
কোনতে বা করি অকার্য্য করণ,
কোনতে বা করি চুরি কদাচার,
ও সবে প্রবৃত্তি জন্মান তোমার,
মূঢ় তুমি তাই পরের দেখিয়া,
হেন রূপে আছ কুকাজে মজিয়া,
নিত্য দুই বেলা প্রয়োজন যার,
সেই খাদ্যে তব কত ব্যভিচার,
অতি দুষ্ট অতি অপবিত্র বলি,
জানিয়াছ যাহা, তাই হাতে তুলি,
অম্লান বদনে বদনে প্রদান
করিতেছ, তুমি এ হেন অজ্ঞান।
নানা ভূতে করি নানা রূপেস্থিতি,
অসতে জন্মান সতের প্রতীতি,
এ খায় ও খায় সে খায় দেখিয়া,
কি ফল তোমার বুঝহ ভাবিয়া।
পবিত্র যে দ্রব্য নৈবেদ্য ধাতার,
সেই দ্রব্য খাদ্য তোমার আত্মার,
কি যে সেই দ্রব্য জানিবার তরে,
জিজ্ঞাস তাঁহারে হৃদয় ভিতরে,
কিংবা মহাজন হইতে বচন,
তাঁরি বাক্যরূপে করেছ শ্রবণ,
তারি ফলে যা যা জেনেছ নির্দ্দোষ,
তাহারি ভোজনে লভহ সন্তোষ।
মৎস্য মাংস নহে সাত্ত্বিক আহার,
পেয়েছ সন্ধান অবশ্যই তার।
তবে কেন উহা না করি বর্জ্জন,
রাখ হেন স্পৃহা করিতে ভক্ষণ।

সর্ব্বভূতে স্থিতি আছয়ে তাঁহার,
নানা স্থানে শুনিয়াছ নানাবার,

একা সে তোমাতে স্থিতি কত রূপ,
দেখ না করেন সেই বিশ্বরূপ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, ধৈর্য্য, ক্ষান্তিস্মৃতি,
দয়া, মায়া, মেধা, ঘৃণা, বুদ্ধি, ধৃতি,
উপেক্ষা, তিতীক্ষা, দৃষ্টি, শ্রুতি জ্ঞান,
ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, তুষ্টি, পুষ্টি ধ্যান।
কুবৃত্তি, সুবৃত্তি আছে যাহা যাহা,
তোমার দেহেতে তিনি সব তাহা,
যে বৃত্তির সেবা করিবে যেমন,
তাহার প্রসাদ লভিবে তেমন।

ভাল মন্দ যদি সেই বিভু সব,
অকার্য্যও বটে তাঁহারি বিভব,
তাই বলে কর অকার্য্য করণ,
তাহাও কি হবে বিভুর সাধন ?
না না তাহা নয়, জানিবে নিশ্চয়,
অকার্য্যে বিভুর সাধন না হয়,
নানা নীতি বাক্যে অকার্য্য করণ,
করেছেন নানা রকমে বারণ।

আর দেখ রোগ তাহাও ত তিনি,
আরোগ্যও তিনি হয়েন আপনি,
তবে কেন রোগে না করিয়া সেবা,
সেবহ ঔষধি মান দেবী দেবা,
আরোগ্যের সেবা করিবার তরে,
করহ যতন তুমি অকাতরে,
কুবৃত্তিকে জানি রোগের সমান,
সেবায় না হবে কভু আগুয়ান।

গর্ভ কোষে তব ইন্দ্রিয় সকল,
জানিছ নিশ্চয় আছিল বিকল,
কুসঙ্গ তথায় কিছু ঘটে নাই
তাই তথা তাঁরে দেখেছ সদাই ;
এবে উহাদের পেয়ে ব্যবহার ;
তুমি যে কেমনে করিবে আচার,
তাই মাত্র দেখা তার অভিপ্রায়,
সেহেতু সকলি দিলেন তোমায়।
কাম ক্রোধ আদি যত রিপুগণ,
কু কাজে নিয়ত করে উত্তেজন,
চলিতে ওদের নিয়োগানুসারে,
নাহি দিয়াছেন ওসব তোমারে।
তবে যে ইন্দ্রিয় করিতে সংযম,
হইবেক তুমি কেমন সক্ষম,
কুসঙ্গ জুটিলে কাল সর্প হেন,
তাহাদেরে তুমি না তেজিবে কেন,
সহস্র চক্ষুতে তাই দেখিবারে,
ও সব জুটা'য়ে দিলেন তোমারে।

এই যদি হ'ল বিধি অভিপ্রায়,
পালনে কি রূপ করিবা উপায়,
শুন তাহা আমি দিতেছি বলিয়া,
করগে আচার বাটীতে বসিয়া ;
ত্যাগ মাত্র এক আছয়ে ঔষধি,
নিবারিবে ইথে যত আধিব্যাধি।
ভাল বেশ ভূষা পরিবার তরে,
হতেছে বাসনা তোমার অন্তরে,
সে বাসনা ত্যাগ কর সযতনে
তৃপ্ত হবে শান্তি সুধা বরিষণে।
কুসঙ্গী করিবে কুকাজে চালন,
ত্যাগ করি, কর সুসঙ্গ সেবন।
বিড়ম্বনা লাগে নর উপাসনা,
ত্যাগ কর যাবে মনের বেদনা।

যদি বল যাবে জীবিকা উপায়,
তাহার উত্তর দেওয়া নহে দায়,
যদি কর ত্যাগ ভোগ অভিলাষ,
অর্থের অভাব পাইবে বিনাশ।
খাদ্য দ্রব্য যত তাহাও ত তিনি,
মিলিবেন তোমা আপনা আপনি ;
তুমি তাহে জানি তাঁহারি প্রসাদ,
অর্পিয়া তাঁহারে করিবে আস্বাদ।
যে যে দ্রব্যে দেখ ঘটেছে ভেজাল,
ত্যাগ কর, তাহে মিটিবে জঞ্জাল।
মৎস্য মাংস আদি জঘন্য আহার,
তাহাতেও স্থিতি আছয়ে তাঁহার,
মন্দ বলি মনে বিকার না থাকে,
অর্পণ করিতে পার বিধাতাকে,
কিন্তু নিজচির অভ্যাস বশতঃ,
শুদ্ধ জানি মৎস্য খেতেছ সতত।
তাহে ঐ মাংসে পবিত্র বিশ্বাস,
জেনো তব পক্ষে ঘোর সর্ব্বনাশ,
এ মাংস ও মাংস নাহি বিচারিয়া,
চলিতে যদ্যপি সকলি খাইয়া,
মৎস্য হেন খেতে শূকর কুক্কুর,
তবে না বিকার জানা যে'ত দূর,
তা না হয়ে শুধু মৎস্য আর ছাগ,
ওই দুয়ে মাত্র আছে অনুরাগ,
সে কেবল জেনো পরের দেখিয়া,
শুদ্ধ হও তুমি উহা তেয়াগিয়া।

আর সিদ্ধচাল করা ব্যবহার,
তাহাও জানিবে বড় কদাচার,
উহাতেও থাকা উচিত সংযম,
যেহেতু প্রস্তুতে নাহিক নিয়ম।
অচণ্ডালে অতি অশুদ্ধ স্থালীতে,
সিদ্ধ করে ধান্য পেতেছ দেখিতে,
পবিত্রতা বিধি মূল্যে পুনঃ পাকে
জানিবে কেবল ফেলিতে বিপাকে।
সে স্থালিতে পক্ক অন্ন কিংবা লুচি,
ভোজনে কখন হইবে না রুচি,
অতএব উহা ত্যাগ বিধি হয়
আমার একথা জানিবে নিশ্চয়।

পুত্র কন্যা আদি বিষয় আশয়,
ও সকল ও ক্রমে ত্যাগ, বিধি হয়,
বাসিবে এ কথা নিতান্ত নিষ্ঠুর,
কিন্তু দেখ যুক্তি রয়েছে প্রচুর।
পুত্র কন্যা জায়া পোষণের তরে,
করিতেছ শ্রম তুমি অকাতরে,
ইহাদেরে দিতে রতন ভূষণ,
করিতেছ তুমি সাগর সিঞ্চন।
ইহাদেরি তরে ব্যস্ত সর্ব্বদাই,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে অবকাশ নাই।
কিন্তু মৃত্যু হলে তব মৃত দেহ,
দূরে নিক্ষেপিতে তত চেষ্টা কেহ,
করিবে না যত করিবে ইহারা;
পরেতে করিবে প্রতিবেশী যারা,
পরেতে করিবে গ্রামবাসীগণ,
এই দশা তব ঘটিলে মরণ।
আরো দেখা আছে দাহন কারণে
যে দেহীর পুত্র কন্যা আসে সনে,
কে জানে কি মনে ভাবিয়া যে ইষ্ট,
রাখে না দেহের কিছু অবশিষ্ট।
প্রতিবেশী মাত্র আসিলে হেথায়
কিছু অবশিষ্ট রাখি চলি যায়।

গ্রামবাসী কেহ লয়ে আসে তার,
হয় ত সমগ্র থেকে যায় তার।
যার সহ তব যত ঘনিষ্ঠতা,
যার প্রতি যত অধিক মমতা,
সেই জেনো তত হইবে তৎপর,
তব মৃত দেহ করিতে অন্তর।
এই যদি হলো তোমার বেলায়,
এত করা নাকি তোমারে জুয়ায় ?

আর দেখ যবে ঘটিবে মরণ,
সকলি ত ছাড়ি যাইবে তখন,
পূর্ব্ব হতে তাই কতক ছাড়িয়া,
থাক না নিশ্চিন্ত, মরণে সাজিয়া।
বিষয় কুসঙ্গ আসিলে সমক্ষে,
ভেবো মরিয়াছ উহাদের পক্ষে,
কাম ক্রোধ আদি প্রবৃত্তি ঘৃণিত
জেনো তব পক্ষে হইয়াছে মৃত।
এই ভাবে যাহা দোষের দেখিবে,
ক্রমে ক্রমে তেজি বিশুদ্ধ হইবে।

এই ত্যাগ মাত্রে করিলে আশ্রয়,
নর দেহে হয় বিভুত্ব উদয়।
তাহারি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন তরে,
সেই বিভু দেখ বুদ্ধ রূপ ধরে।
অতুল ঐশ্বর্য্য যুবতী ঘরণী
সদ্যোজাত পুত্র, কিছু নাহিগণি,
চীর-বাস মাত্র করিয়া সম্বল,
গৃহ ছাড়ি পান ত্যাগের সুফল।

আর সে বিভুর চৈতন্য লীলায়,
ত্যাগের দৃষ্টান্ত গননে না যায়,
স্বয়ং সে বিভু ধরি নর রূপ,
নিমাই চৈতন্য গৌর বিশ্বরূপ,
পবিত্র নামেতে হইয়া আখ্যাত
সুপণ্ডিত বলি হয়েন বিখ্যাত,
নর দেহাধারে যত বিদ্যাধরে,
ততোধিক নিজে লাভ করি পরে,
সতী সাধ্বী লক্ষ্মী ষোড়শ'বর্ষীয়া,
কোমলাঙ্গী সুশ্রীতমা বিষ্ণু প্রিয়া
ভার্য্যার সহিত স্নেহময়ী মাতা,
মহাশোকে করি দু'য়ে অভিভূতা,
কাঁদাইয়া প্রিয় নাগরিয়াগণে,
লইয়া সন্ন্যাস গেলেন ভ্রমণে।

ক্রোধ তেয়াগের জ্বলন্ত প্রমাণ
থাকিবা শুনিয়া, আছে যদি কাণ,
নিত্যানন্দরূপী বিভুর লীলায়,
মাধাই মারয়ে প্রভুর মাথায়,
কলসীর কানা লইয়া সজোরে,
প্রভুশির লক্ষ্য করি ক্ষেপ করে,
শিরে লাগি ঘাত ঝরিল রুধির
যাতনায় তাঁরে করিল অস্থির
তবু তারে প্রেমে দিয়া আলিঙ্গন,
কাটিলেন তার মোহের বন্ধন।

কোন দেহ বিভু ছাড়া কভু নন,
ত্যাগ সেবা যেবা করিবে যেমন,
তাঁহার সান্নিধ্য সে তত লভিবে,
সে তত সুকৃতি ভাজন হইবে,
যে জন সম্পূর্ণ তেজিবে মমতা,
বিভুত্ব বিষয়ে লভিবে পূর্ণতা।

একে একে সব ত্যাগ করিবারে
উপদেশ আমি দিলাম তোমারে,
ছাড় যদি সব অবহিত হয়ে,
বল তবে তুমি থাকিবা কিলয়ে ?
তাহাও কিঞ্চিৎ বলিয়া তোমায়,
তোমার সহিত লইব বিদায়।

বাঞ্ছা কল্পতরু হন সেই বিভু
যে যাচায়, তারে দিতে তাহা কভু,
নহেন বিমুখ সেই কৃপাবান,
শ্রুতি স্মৃতি বেদে করে এই গান।

আর জেনো এই সংসার ভিতরে,
বহুজনে রাখে বহু যন্ত্র ঘরে,
যে যন্ত্রেতে আস্থা যাহার যেমন,
সে তাহা করয়ে সেরূপ সাধন,
বহুশ্রম বহু করিলে আয়াস,
তবে পূর্ণ হয় তাহার প্রয়াস।
তবে সেই যন্ত্রী যে যন্ত্রে শিক্ষিত,
তাহে জনগণে করয়ে মোহিত।

তারে পারদর্শী দেখি কোন জন,
তবে মাত্র যন্ত্রে করি হস্তার্পণ
তার যন্ত্রে সেই মধুর নিস্বন,
চেষ্টাকরে করিবারে নিঃসরণ,
সে কি পারে তথা করিতে মোহিত ?
উপাহাসাস্পদ হয় সে নিশ্চিত।

সেইরূপ জেনো ঈশ্বর চিন্তন,
যে তাঁহারে, চাহি যেমন দর্শন,
হৃদাসনে তাহা করিয়া স্থাপিত,
সাধনে যেমন হবে অবহিত,

সেই অনুরূপ অল্প বা অধিক,
পূর্ণ চাহি পূর্ণ, আংশিকে আংশিক,
কিছু নাই ভাবে, দেখে কিছু নাই,
এক তিনি ভাবে, দেখিবেক তাই।

জনশ্রুতি আছে থাকিবা শুনিয়া,
কেহ তীর্থ যায় পরের দেখিয়া
যাত্রা কালে সব দ্রব্য রাখে ঘরে,
চরকাটা মাত্র মনে নাহি পড়ে।
কিছুকাল ক্রমে হইলে অতীত,
সেই কথা মনে হইল উদিত ;
তদবধি আর কিছু ভাবে নাই,
চরকা চরকা ভেবেছে সদাই।
ক্রমে উপনীত হয়ে তীর্থ স্থলে,
শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে গিয়া দলে দলে,
যে যা করে তাহা করুক দর্শন,
চরকাটা মাত্র দেখিল সে জন,
যে ভাবে, একথা ভাবুক অলীক,
তুমি কিন্তু ইহা জেনো বাস্তবিক।

যে ভাবে যে করে বিভুর ভাবনা,
সে ভাবে তাঁহারে পায় সেই জনা,
চিন্তনের পথ অনেক প্রকার,
ভাল মন্দ নরে, নারিবে বিচার,
একারণে নিজে গুরুরূপ ধরি,
প্রদর্শিয়া পথ বহু কৃপা করি,
করেন কৃতার্থ সে বিভু আপনি,
গুরু বিভু তাই এক বলি গণি ;
ভিন্ন ভাব যদি কোন রূপে হয়,
নরকেতে স্থান হইবে নিশ্চয়।

যে পথ যাহারে করিয়া নির্দ্দেশ,
যে ভাবে চলিতে দেন উপদেশ,

উচিত সে পথে সে ভাবে তাহার,
চলা নিরন্তর না করি বিচার।
একাগ্র চিত্ততা সহিত তাঁহারে,
দর্শনের চেষ্টা পার করিবারে,
তবে চর্ম্ম চক্ষু করিয়া মুদ্রিত,
জ্ঞান নেত্রে হৃদে দেখিবা উদিত,
সেই দিব্য মূর্ত্তি সেই দিব্য বেশ,
গুরুরূপে যাহা তোমারে নির্দ্দেশ,
করেছেন সেই কৃপানিধি বিভু
অন্যথা ইহাতে না মানিবে কভু।
যন্ত্রাভ্যাসন্যায় মন্ত্রের সাধন,
করিবারে যত্ন করিবে যেমন ;
ধরিবে সে মন্ত্র তেমনি সুফল,
অন্যথায় সব হইবে বিফল।
তখন এ নেত্র করিলে মুদ্রিত,
দেখিবে হৃদয় তামসে আবৃত।
অদ্যাপিও ঘোর অজ্ঞানান্ধকার,
রেখেছে আচ্ছন্ন হৃদয় তোমার,
সযতনে সেই গুরুদত্ত ধন,
চেষ্টা কর ইথে করিতে স্থাপন।
ক্রমে দিব্য মূর্ত্তি হ'লে প্রকটিত,
দিব্য জ্যোতি হৃদে হবে উদ্ভাসিত,
সেই জ্যোতি সেই হৃদের আঁধার,
একবারে ধ্বংস করিবে তোমার।
যত যত্ন তুমি করিবে ইহাতে,
তত ফল তাহা ধরিবে তোমাতে,
বহু যত্নে মন্ত্র সিদ্ধ যদি হয়,
দেখিবে সংসার বাজি বই নয়,
যা সম সুন্দর নাহি পৃথিবীতে,
তাই গুপ্ত রাখিবারে তোমা হ'তে,
সে কুহকী নানা কুহক বিস্তার,
করিয়াছিলেন বুঝিবেক সার।

জানিয়া সংসারে মায়াময় ভূমি,
আর সে কুহকে ভুলিবে না তুমি।
যে প্রতিজ্ঞা করি এসেছ গর্ভেতে,
কতক সমর্থ হবে পালনেতে।
আর এক আছে সহজ উপায়,
ভালবাসি, তাই বলিব তোমায় ;
বলি শুন করি নয়ন মুদ্রিত,
রাখহ হৃদয়ে করিয়া অঙ্কিত,
যাহা যাহা আমি করি প্রদর্শন,
একচিত্তে কর হৃদয়ে অঙ্কন ;
এই ভাব ভাবি বহু মহাজন,
কেটেছেন সবে মোহের বন্ধন ;
অথবা সে বিভু ভক্তরূপ ধরি,
আপনারি ভাব আপনি আচরি,
তোমারে কৃতার্থ করিবার তরে,
ওই এক লীলা রেখেছেন করে।
একতিনি, ধরি নানাবিধ বেশ,
তোমারে করুণা করিতে অশেষ,
কিবা সুধামাখা কিবা সুমধুর
এই এক মায়া দেখ সে বিভুর।

দেখ দিব্য রম্য নদী রূপধরি,
বহিছেন বিভু কল কল করি,
কূর্ম্ম নক্র নানা জন্তু রূপে তায়,
দেখ সেই বিভু কেমনে খেলায়,
নদীতটে হয়ে সুরম্য কানন,
বিরাজেন বিভু দেখ না কেমন
বিবিধ বিশাল বৃক্ষরূপ ধরি,
নানা লতারূপে তা সবে আবরি,
পুন ধরি দিব্য ফুল ফল রূপ,
শোভিছেন দেখ কিবা অপরূপ।

বানর ময়ূর মৃগরূপে তথা,
খেলিছেন দেখ বনের সর্ব্বথা
কোন স্থানে হয়ে নিতান্ত নিবিড়,
হয়েছেন নিজ নিকুঞ্জ মন্দির—
কদম্বের কাণ্ড রূপে স্তম্ভতায়
হয়ে দেখ বিভু আপনি দাঁড়ায়।
পুষ্পিত লতিকা হয়ে তা সবারে,
দেখ কিবা বেড়িয়াছে চারিধারে।
দিব্য চন্দ্রাতপ দিব্য সে ঝালর,
লতা পুষ্প রূপে হয়ে থরেথর,
সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ রূপে লতা কুঞ্জ,
করি আমোদিত, পুন পুঞ্জ পুঞ্জ,
অলি ভ্রমরের রূপ ধরি তায়,
গুণ গুণ স্বরে দেখ কিবা গায়;
সেই লতা কুঞ্জ ভিতরে কেমন,
হয়ে পুষ্পময় দিব্য সিংহাসন;
দেখ কিবা এক ভুবন-মোহন,
করিলেন দিব্য শ্রীমূর্ত্তি ধারণ।
নিজে নদী নিজে সে দিব্য কানন,
নিজে তাহে হয়ে নানা জন্তুগণ,
নিজেই হইয়া সেই দিব্য কুঞ্জ—
নিজেই তাহাতে ভ্রমরার পুঞ্জ
নিজেই হইয়া পুষ্প সিংহাসন,
ধরিলেন মূর্ত্তি ভুবনমোহন।
দিব্য পুষ্প লতাময় কুঞ্জমাঝ,
কিবা কমনীয় মূরতি বিরাজ,
ষোড়শবর্ষীয় নবীন কুমার,
দিব্য ফুল্ল ইন্দীবর কান্তি তাঁর;
রাতুল চরণে রতন নুপুর,
হইয়া আপনি বাজেন মধুর।
নিজ কটীতটে নিজে পীতাম্বর,
রত্ন আভরণ নিজে তদুপর,
নিজেই নিজের বক্ষ সুবিশাল।
নিজে সে শ্রীবৎস শোভাপান ভাল।
নিজে হয়ে দিব্য অগুরুচন্দন,
শ্রীমুখে শ্রীবক্ষে সুদিব্য লেপন,
হইয়া মালতি মাল্য বক্ষ'পরে,
নিজ বক্ষে নিজে কিবা শোভাধরে।
নিজেই হইয়া অলকার পাঁতি।
ঢেকেছেন নিজ মুখচন্দ্র ভাতি।
নিজেই হইয়া সুচিকণ কেশ,
নিজে করেছেন নিজের সুবেশ।
রতন কুণ্ডল নিজে, নিজ গণ্ডে
দিব্য আভরণ নিজে ভুজদণ্ডে—
নিজে শিখিচূড়া শোভে নিজ শিরে,
নিজে সে বাঁশরী শোভেন শ্রীকরে।
কিবা দিব্য জ্যোতি দেখ শ্রীমূর্ত্তির,
উদ্ভাসিত যাহে সমগ্র মন্দির,
সুবৃহৎ যেন নীলকান্ত মণি,
দপ্ দপ্ দপ্ জ্বলিছে আপনি,
শ্রীঅঙ্গের যত রত্ন আভরণ,
জ্বলিছে দ্বিগুণ পেয়ে সে কিরণ!
এইমাত্র জ্যোতিঃ করিয়া দর্শন,
ভ্রূকুঞ্চিত কেন করিছ এমন?
বসেছ বিভুর কুহক দেখিতে
শত গুণ জ্যোতিঃ হইবে সহিতে—
দেখ ধরি বহু দিব্যাঙ্গনা মূর্ত্তি
শ্রীমূর্ত্তির চারিদিকে কিবা স্ফূর্ত্তি,
ষোড়শবর্ষীয়া সবে সুশ্রীতমা,
নিজেতেই সবে নিজের উপমা,
তপত কাঞ্চন বর্ণ ভাতি গায়,
বিবিধ রতন ভূষণ তাহায়,
নিজের জ্যোতিতে নিজে প্রজ্বলিত,
নীলিমার আভা তাহে উদ্ভাসিত।

বামে এক বক্সী শোভে চারিভিতে,
বীজনে যুগলে পুষ্প আড়ানিতে।
ঐন্দ্রজালিকের এই ইন্দ্রজাল,
নিরখিতে লিপ্ত থেকো-চিরকাল।
দীনবন্ধু উনি তুমি দীনজন,
যথাসাধ্য কর পূজন স্তবন।
অধিক জানিতে সাধ থাকে মনে
এস পুনরায় বাঁচিলে জীবনে।
যাহা কিছু আমি বলিনু তোমারে,
প্রকাশ করিতে পার গ্রন্থাকারে,
বেচিয়া সে বহি লভ্য কিছু হয়,
বিভুর প্রীতিতে করো তাহা ব্যয়।
আপনার বাটী করিয়া গমন
বলিলাম যাহা করো আচরণ।"

"শিরোধার্য্য চিতা, তব উপদেশ,
অতি শ্রেষ্ঠ পথ করিলে নির্দ্দেশ,
দিব্য মূর্ত্তি আঁকি দেখালে আমায়,
কোটী কোটী নতি করি তবপায়।
যে মূর্ত্তি দেখা'লে করিয়া অঙ্কন,
হৃদিপদ্মে তাহা করিয়া স্থাপন,
যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ভজনা,
কিন্তু কিছু মোর নাহি জানা শুনা,
সাধ বটে করি আত্ম নিবেদন,
ফলে হবে ঠিক করম যেমন।
কিছু নিবেদন করি ও চরণে,
বড় সাধ কিন্তু ছিল মোর মনে।

দীনবন্ধো! দীন আজি লইল শরণ হে,
কৃপাকরি পদাশ্রয় কর বিতরণ হে,
তোমারি সংসারে প্রভু তোমারি ইচ্ছায় হে,
জন্ম লয়ে মুগ্ধ আছি তোমারি মায়ায় হে,
অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি অভাজন হে,
তোমার পবিত্র নাম না করি স্মরণ হে,
তোমারি প্রদত্ত সুখ ভোগি অনিবার হে,
শুধু তাই নহে কত করি পাপাচার হে,
মহাপাপী আমি পাপ করি নিরন্তর হে,
তবু এত দয়া তব আমার উপর হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে,
কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দাও এই অভাজনে হে।

ন্যায়বান সত্যবাদী ধার্ম্মিক সুজন হে,
হেন বন্ধু লাভে বড় ছিল আকিঞ্চন হে,
কিন্তু যাঁর যাঁর সঙ্গে করেছি মিত্রতা হে,
তাঁহাতেই দেখিয়াছি কত কুটিলতা হে,
সে হেতু পার্থিব মিত্র করিয়া বর্জ্জন হে,
কিছু দিন কষ্টে কাল করিয়া যাপন হে,
বন্ধু বিনা ভার বোধ হইলে জীবন হে,
দীনবন্ধু নাম তব হইল স্মরণ হে,
বন্ধুহীন দীন মোরে করি দরশন হে,
তুমিই করা'লে নাথ ও নাম স্মরণ হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে,
কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দাও এই অভাজনে হে।

এই দীনবন্ধু নামে ডাকিয়া তোমায় হে,
নিরাশ্রয় জটিলের হয়েছে উপায় হে,
অজ্ঞান দশায় তিনি ছিলেন যখন হে,
পুণ্য ফলে এই নাম করিয়া গ্রহণ হে,
দীনবন্ধু বলি নাথ ডাকিয়া ডাকিয়া হে,
কৃতার্থ হলেন শেষে চরণ পাইয়া হে,
নহিত সেরূপ, আমি অতি অভাজন হে,
করিয়াছি কত শত পাপ আচরণ হে,
কিন্তু নাথ বহু পাপী করিয়া উদ্ধার হে,
পতিত পাবন নাম হয়েছে তোমার হে,

এই মাত্র সাহসেতে ধরিব চরণে হে,
পরিত্রাণ কর প্রভু এই অভাজনে হে,

ভ্রূণ রূপে মাতৃ গর্ভে হইয়া নিহিত হে,
তোমারি কৃপায় নাথ হয়েছি রক্ষিত হে!
ভূমিষ্ঠ হইয়া তবে সূতিকা গৃহেতে হে,
পাইয়া নিস্তার প্রভু যত বিপদেতে হে,
দেখিতে দেখিতে এই এতেক বৎসর হে,
হইল অতীত নাথ সুখে নিরন্তর হে,
এই দীর্ঘকাল মধ্যে তুমি বারংবার হে,
রোগ শোক কত, কত বিপদে উদ্ধার হে,
করেছ যে দয়াময় এই অভাজনে হে,
তুষিয়াছ কত সুখ, শান্তি বিতরণে হে,
কিরূপে কৃতজ্ঞ নাথ, হব সে কারণে হে,
শিক্ষা দাও দীনবন্ধো! এই অকিঞ্চনে হে।

না করিয়া বিকলাঙ্গ বধির আমারে হে,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করি পাঠা'লে সংসারে হে,
যতেক ইন্দ্রিয় নাথ মানবের থাকে হে,
সকলি তো দীনবন্ধো দিয়াছ আমাকে হে,
মানসিক বৃত্তি যত থাকে মানবের হে,
সকলি ত দীনবন্ধো আছে এ দাসের হে,
হস্ত পদ চক্ষুহীন, দীন অবস্থায় হে,
রয়েছে ত বহু প্রাণী তোমার ধরায় হে,
না করিয়া অন্ধ খঞ্জ মহাব্যাধিগ্রস্ত হে,
রাখিয়াছ অভাজনে নিরন্তর সুস্থ হে,
কিরূপে কৃতজ্ঞ আমি হব সে কারণে হে,
তাই শিক্ষা দাও, প্রভু এই অভাজনে হে।

বেদে যাঁর চারি পোয়া আছে অধিকার হে,
জানিয়া তোমার সেবা জীবনের সার হে,
ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক পূজা করি সমাপন হে,
পরম আনন্দে কাল করিয়া যাপন হে,
তপোবলে করিবারে দেবত্ব গ্রহণ হে,
হয়েন সক্ষম যেই ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ হে,
দুর্ল্লভ সে দ্বিজকুলে হয়েছে জনম হে,
যদিও হয়েছি আমি চণ্ডাল অধম হে,
তোমার ত দীনবন্ধো কোন ত্রুটী নাই হে,
দিতে যাহা হয় নাথ, দিয়াছ তাহাই হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে,
কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দাও এই অভাজনে হে।

যেই মহাপুরুষের ঔরসে আমার হে,
হয়েছে জনম নাথ,তুল্য নাহি তাঁর হে,
সত্যবাদী ন্যায়বান তাঁহার সমান হে,
না দেখিয়া থাকি প্রভু সদা ম্রিয়মান হে,
মূর্ত্তি-মতী ভগবতী আমার জননী হে,
ধরমে নিরতা তিনি দিবস রজনী হে,
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর তুল্য সরলতা তাঁর হে,
একালে দ্বিতীয়া তাঁর খুজে মেলা ভার হে,
পিতা মাতা সত্য বটে পেয়েছে সবাই হে,
আমার সমান কিন্তু কাহারই নাই হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে,
কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দাও এই অভাজনে হে।

যে কিছু সামান্য জ্ঞান দিয়াছ আমায় হে,
তাহাতেই হইতেছে জীবিকা উপায় হে,
কালের প্রভাবে যদি স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া হে,
জঠর পূরিতে হ'ল জীবন বেচিয়া হে,
রাঁধুনী পূজারী বৃত্তি না করি ধারণ হে,
কিঞ্চিৎ সম্মানে তবু কাটিছে জীবন হে,
কিন্তু নাথ শিক্ষা ভার করিতে বহন হে,
অসমর্থ হন পূজ্য জনক যখন হে,

তুমিই তো দীনবন্ধো যে কোনও প্রকারে হে,
যা কিছু সামান্য জ্ঞান দিয়াছ আমারে হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে,
কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দাও এই অভাজনে হে।

ছিলাম সংসারে নাথ অজ্ঞানান্ধ কূপে হে,
কৃতার্থ করিতে প্রভু গুরুদেব রূপে হে,
তত্ত্ব জ্ঞানালোক পূর্ণ সে দিব্য প্রদেশ হে,
কৃপা করি দীন বন্ধো করিলে নির্দ্দেশ হে,
প্রদর্শিত পথে নাথ করিলে ভ্রমণ হে,
অনায়াসে পরমার্থ হইবে অর্জ্জন হে,
নিজ গুণে এই দয়া করিলে প্রকাশ হে,
কৃপা বলে পূরাইয়া এই অভিলাষ হে,
প্রতারণা মিথ্যা চৌর্য্য করিয়া বর্জ্জন হে,
শিক্ষা দিলে পুণ্য মাত্র করিতে অর্জ্জন হে,
তোমার তো ত্রুটী নাই কৃপা বিতরণে হে,
অসংখ্য প্রণাম করি সে হেতু চরণে হে।

কিন্তু নাথ! সেই যে ছজনের সহিত হে,
করেছি দুষ্কর্ম্ম আমি করিয়া সম্প্রীত হে,
যাদের সংসর্গ ত্যাগ করিতে যতনে হে,
উপদেশ দিলে প্রভু এই অভাজনে হে,
শৈশবে আমারে তারা করেছে আশ্রয় হে,
পাইয়াছে নিরন্তর সম্যক প্রশ্রয় হে,
এতদিনে বুঝিলাম তাহাদের গুণ হে,
কুহক কপট তারা শত্রু নিদারুণ হে,
এখন ছাড়িতে আমি চাই বারে বারে হে,
কিছুতেই তাহারা ত ছাড়ে না আমারে হে,
উপায় তাহার প্রভু করিয়া বিধান হে,
করিলে তো দীনবন্ধো দীনে কর ত্রাণ হে।

অতি অল্প পরমায়ু আমার নিশ্চয় হে,
চাকরিতে করি তার অর্দ্ধেক বিক্রয় হে,
পরিশিষ্ট যাহা কিছু রবে অধিকৃত হে,
রিপুর সেবায় যদি করি নিয়োজিত হে,
তা হ'লে ত দীনবন্ধো অমূল্য জীবন হে,
কেবলি পরের কাজে হইবে ক্ষেপণ হে,
বেতনের তরে কাজ করিয়া প্রভুর হে,
বিনা বেতনেতে শেষে খাটিব রিপুর হে,
তাই বলি দীন বন্ধো দুর্লভ জন্মের হে,
সার্থকতা কিছু যেন হয় এ দাসের হে,
কতক নিজের কাজ হয় সম্পাদন হে,
দয়াময় এ প্রার্থনা করহ পূরণ হে।

মিত্রালাপ করিতে কোথাও যদি যাই হে,
পরনিন্দা ভিন্ন কিছু শুনিতে না পাই হে,
নিন্দিতের চরিত্র করিতে সংশোধন হে,
মুখে মুখে নিন্দা করা বটে প্রয়োজন হে,
পরোক্ষে করিলে নিন্দা হয় মহাপাপ হে,
সে কথা স্মরিয়া বড় পাই মনস্তাপ হে,
নিন্দিত ঘৃণিত আমি নিজেই যখন হে,
পরনিন্দা অধিকার কোথায় তখন হে,
নিন্দার সুফল তবু কিছু যদি ঘটে হে,
সে নিন্দা করিব প্রভু তোমারি নিকটে হে,
এমতি প্রদান প্রভু করহ আমায় হে,
এই মাত্র নিবেদন জানাই তোমায় হে।

এই যে পৃথিবী তব বিচিত্র সৃজন হে,
রাখিলে সতত এতে তুষ্ট থাকে মন হে,
শুদ্ধ মতি সেই জন হইতে পারিবে হে,
ইহাতেই স্বর্গ সুখ নিয়ত পাইবে হে,
পাপাত্মা যে জন হবে নরক যন্ত্রণা হে,
ঘটা'বে সর্ব্বদা সেই আপনি আপনা হে,
যত সুখ তত দুঃখ রাখিয়া ইহাতে হে,
দিয়াছ গ্রহণ ভার নিজ নিজ হাতে হে,

বাছিয়া লইতে নাথ যে জন পারিবে হে,
স্বর্গ সুখে সুখী সেই সদাই হইবে হে,
কথঞ্চিৎ এ বোধ যে দিলে অকিঞ্চনে হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে।

প্রাণী মাত্রে হিতাহিত আছে দুই বোধ হে,
উভয়েই কার্য্য মাত্রে করে অনুরোধ হে,
সদসৎ বিবেচনা করিবার তরে হে,
রাখনাই কোন ভার অন্যের উপরে হে,
চিন্ময় হইয়া নাথ চিতে প্রবেশিয়া হে,
তুমিই ত ভাল মন্দ দাও বিচারিয়া হে,
মন্দ ছাড়ি ভাল পথে চলিতে যে পারে হে,
পৃথিবী হ'লেও তুমি স্বর্গে রাখ তারে হে,
তোমার যে দোষ দেয় পাইলে যাতনা হে,
পাতকী নরকী মূঢ় হয় সেই জনা হে,
এ বোধ যে দয়াময় দিলে অকিঞ্চনে হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে।

তব উপদেশ নাথ করিয়া লঙ্ঘন হে,
মিথ্যা কহি মহাপাপ করিবে যে জন হে,
দৈবাৎ সে মিথ্যা কথা হইলে প্রকাশ হে,
তখনি ত মিথ্যুকের হবে সর্ব্বনাশ হে,
মহা অপ্রতিভ আর নিতান্ত লজ্জিত হে,
হইতে হইবে তাকে সমাজে ঘৃণিত হে,
ইহা ভিন্ন আত্ম গ্লানি যেই উপজিবে হে,
দুঃসহ নরক ভোগ তখনি ঘটিবে হে,
না হলেও পরকালে নরক ভোগিতে হে,
যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হবে পৃথিবীতে হে,
এ বোধ যে দয়াময় দিলে অকিঞ্চনে হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে।

পরস্ব হরণ তব অভিমত নয় হে,
জেনেও যে মূঢ় এই পাপে লিপ্ত হয় হে,
সমুচিত শাস্তি তার অচিরাৎ ঘটে হে,
গুপ্ত নহে তার পাপ তোমার নিকটে হে,
হ'তে পারে রাজ দণ্ডে না হয়ে দণ্ডিত হে,
চৌর্য্যেতে বিপুল অর্থ হয়েছে সঞ্চিত হে,
কিন্তু নাথ নাহি তার অণুমাত্র সুখ হে,
বাহ্য বস্তু অর্থে নহে মনে সুখ দুঃখ হে,
প্রজ্জ্বলিত নরকাগ্নি দস্যুর অন্তরে হে,
সুখ শান্তি সব তার ভস্মীভূত করে হে,
দিয়াছ শৈশবে এই বোধ অকিঞ্চনে হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে॥

প্রতারণা প্রবঞ্চনা যে দুরাত্মা করে হে,
ফল ভোগী সেই তার নহেত অপরে হে,
প্রতারিত ক্ষতিগ্রস্ত যদিও বা হয় হে,
সে ত তব পরিত্যজ্য কখনই নয় হে,
তুমিই তাহার ক্ষতি করহ পূরণ হে,
অলক্ষিতে তার দুঃখ কর বিমোচন হে,
জঘন্য বৃত্তির দ্বারা কিন্তু প্রতারক হে,
যা কিছু করিবে লাভ সে অবিবেচক হে,
অন্য দিকে ততোধিক নিশ্চয় হারায় হে,
যাহারে দিয়াছ চক্ষু দেখিতে সে পায় হে,
সে দর্শন শক্তি নাথ দিলে যে আমায় হে,
অসংখ্য প্রণাম করি সে হেতু তোমায় হে।

দ্বেষ হিংসা মহা পাপে মনো মধ্যে স্থান হে,
যে দুরাত্মা বোধ হীন করিবে প্রদান হে,
গোশালে শকুনি সেই পোষিবে নিশ্চয় হে,
যে দেহে থাকিবে তারি করিবেক ক্ষয় হে,
মনের সদ্বৃত্তি :ত করিয়া অন্তর হে,
করিবে একাধিপত্য এরা নিরন্তর হে,

অপরের শুভ তুমি করিলে সাধন হে,
হিংসকের হৃদয় হইবে বিদারণ হে,
যেন মহা পুত্র শোকে হইয়া কাতর হে,
ছাড়িবেক দীর্ঘ শ্বাস বৃথা সে পামর হে,
সে বোধ যে দিলে নাথ এই অভাজনে হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে।

দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যতনে হে,
যে জন রাখিবে মতি তোমার চরণে হে,
তুমিই তাহার পক্ষে বিপুল বিভব হে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তুমিই ত সব হে,
সন্তোষ রূপেতে তার হৃদয়ে বিরাজ হে,
কর যদি দয়াময় সে যে মহারাজ হে,
বৃক্ষতল অট্টালিকা হইবে তাহার হে,
কম্বল দোশালা তার সিন্ধু ধনাগার হে,
তোমাতে সকলি যেবা সমর্পিতে পারে হে,
কোনই অভাব তার রবে না সংসারে হে,
এ বোধ যে কথঞ্চিৎ দিলে অকিঞ্চনে হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে।

ইন্দ্রালয় তুল্য হয় যার বাস বাটী হে,
মণিময় অট্টালিকা অতি পরিপাটী হে,
অতুল ঐশ্বর্য্য যার বিপুল বিভব হে,
সাংসারিক যত সুখ তাহার সুলভ হে,
তদপেক্ষা বিন্দু মাত্র কোন অংশে কম হে,
নহেত তাহার সুখ যে জন অধম হে,
যে যেমন তারে দিয়া তেমনি আশয় হে,
কত করুণার প্রভু দিলে পরিচয় হে,
বাহকের কাঁধে যেতে কেহ কষ্ট পায় হে,
বহিতে পাইলে কেহ মহা সুখী তায় হে,
অবস্থায় তুষ্ট রাখিয়াছ অকিঞ্চনে হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে।

যাহা চায় সেই জন তাহা যদি পায় হে,
অতুল আনন্দ তার হইবেক তায় হে,
অসংখ্য দ্বিরদ দ্বারে করিতে বন্ধন হে,
হইয়াছে মহাব্যস্ত ধনাঢ্যের মন হে,
এ বিষম অভাব না পুরে যতক্ষণ হে,
ততক্ষণ সুস্থচিত্ত নহে সেইজন হে,
অধমের ব্যঞ্জনের লুণের অভাব হে,
সে কারণে মনে তার বড়ই সন্তাপ হে,
সামান্য অভাব তার যখনি পূরিবে হে,
ধনী হ'তে সুখী সেই তখনি হইবে হে,
এবোধ যে দীননাথ দিলে অকিঞ্চনে হে,
অসংখ্য প্রণাম করি সেহেতু চরণে হে।

বাতাতপ সহনের শক্তি যার থাকে হে,
টানাপাখা দোশালা ত চাহি না তাহাকে হে,
কদন্নেই তৃপ্তি যার হইবে সাধন হে,
সদন্নের তার কোন নাহি প্রয়োজন হে।
যে দশায় যাহারে করেছ অবস্থিত হে,
ইচ্ছা তব, তাহে তার তুষ্টরবে চিত হে,
কিন্তু নাথ অসন্তোষ আছে যার মনে হে,
মহানরকেতে তুমি রেখেছ সে জনে হে,
সমগ্র ধরার যদি পায় অধিকার হে,
স্বর্গ অধিকার বিনা সুখ নাহি তার হে,
এ বোধ যে দয়াময় দিলে অকিঞ্চনে হে,
অসংখ্য প্রণাম করি সেহেতু চরণে হে।

দুর্ব্বহ পাপের ভার বিষয় যাহাকে হে,
দিয়াছ, তাতেই মুগ্ধ রেখেছ তাহাকে হে,

বহিয়া ভূতের বোঝা হয়ে জ্বালাতন হে,
ক্ষণেকের জন্য সুস্থ নহে তার মন হে,
প্রাপ্তি হেতু নানারূপ করিয়া আয়াস হে,
শাকান্ন ভোজনে যত তৃপ্ত হবে দাস হে,
করি অনায়াস লব্ধ পলান্ন ভোজন হে,
কথনই তত তৃপ্ত হবে না সে জন হে,
যে দশায় এ দাসে করেছ অবস্থিত হে,
এ দশায় সুস্থকায় হইলে রক্ষিত হে,
করিবে সৌভাগ্য জ্ঞান এই অভাজন হে,
মতি যেন থাকে পদে এই নিবেদন হে।

বিষয়ে নির্লিপ্ত নাথ যতই থাকিব হে,
ততই কৌশল তব দেখিতে পাইব হে,
কত দয়া দীনবন্ধো জীবের উপরে হে,
করিয়াছ বিতরণ, তুমি অকাতরে হে,
বিষয় লইয়া সদা মুগ্ধ যদি থাকি হে,
দেখিতে সকলি তবে থাকিবে যে বাকী হে,
তাই বলি দীনবন্ধো বিষয়ে বিরতি হে,
জনমিয়া শ্রীচরণে থাকে যেন মতি হে,
বিষয় ছাড়িয়া মুগ্ধ তোমাতে হইয়া হে,
যায় যেন অল্প আয়ু দাসের কাটিয়া হে,
এই দয়া দীননাথ কর অকিঞ্চনে হে,
রতি মতি সব মাত্র থাকে শ্রীচরণে হে।

কতই যে ভ্রমে অন্ধ জীবের নয়ন হে,
কিছুই করিতে নাথ পারে না দর্শন হে,
প্রাণীর পরীক্ষা স্থল হয় যে সংসার হে,
জেনে শুনে তবু কত করে পাপাচার হে,
তোমার ত ত্রুটী নাই দিয়া উপদেশ হে,
কতই সঙ্কেত প্রভু করিছ নির্দ্দেশ হে,
দুবেলা শ্মশান ভূমি করি দরশন হে,
কোন মূঢ় না বুঝিবে অবশ্য মরণ হে,

তোমার অপ্রিয় পাপ থাকিয়া বিদিত হে,
পাপেরি জঞ্জাল জালে হতেছে জড়িত হে,
দেখিবার শক্তি নাথ দিলে অকিঞ্চনে হে,
সে কারণে প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে।

নিষ্পাপ থাকিয়া নাথ যাপিতে জীবন হে,
এ দাসের মনে বড় আছে আকিঞ্চন হে,
তব কৃপাদৃষ্টি প্রভু দাসের উপরে হে,
থাকে যদি, এ পাতকী তবেই ত তরে হে,
বিষম সঙ্কটে পূর্ণ এ সংসার ভূমি হে,
সেই মাত্র বাঁচে যারে রক্ষা কর তুমি হে,
দীন হীন নিরুপায় আমি অভাজন হে,
শ্রীচরণে তাই প্রভু লয়েছি শরণ হে,
যা কিছু যখন হবে ইন্দ্রিয়গোচর হে,
তাতেই তোমারে যেন হেরি নিরন্তর হে,
দয়াময় এ প্রার্থনা করহ পূরণ হে,
সদা যেন হৃদিপদ্মে পাই দরশন হে।

প্রত্যূষে উঠিয়া ঊষা দেখিব যখন হে,
তখনি তোমার দয়া হইবে স্মরণ হে,
দয়াময় জীব প্রতি তোমার দয়ার হে,
সীমা করে হেন সাধ্য পৃথিবীতে কার হে,
প্রভাতে তোমারে জীব করিবে স্মরণ হে,
সে কারণে কিবা ঊষা করেছ সৃজন হে,
ঘুলি ঘুলি অন্ধকারে সকলি আবৃত হে,
কিছুতেই হইবে না চিত্ত আকর্ষিত হে,
মলয় পবন আর পক্ষীর ঝঙ্কার হে,
করিবেক স্থির মনে ভক্তির সঞ্চার হে,
দীননাথ এই দয়া কর বিতরণ হে,
ঊষা দেখি মুগ্ধ যেন হয় অভাজন হে।

সুরাগে রঞ্জিত করি পূরব আকাশ হে,
দিবাকর মূর্ত্তি তব পাইলে প্রকাশ হে,
তোমার সৃজিত বস্তু বিস্তর বিস্তর হে,
হইবেক দীনবন্ধো, নয়নগোচর হে,
বিভিন্ন বস্তুতে তব বিভিন্ন মূরতি হে,
দেখিতে নিবিষ্ট যেন থাকে পাপমতি হে,
মার্কণ্ডের পরমায়ু যদিও বা পাই হে,
সকল দেখার তবু সম্ভাবনা নাই হে,
দেখিবার এত বস্তু থাকিতে ধরায় হে,
পাপ মতি অনিত্য বিষয়ে সদা ধায় হে,
দীনবন্ধো এই দয়া কর বিতরণ হে,
বস্তু মাত্রে করি যেন তোমারে দর্শন হে।

বাষ্পাকারে উঠাইয়া সমুদ্রের জল হে,
মেঘের সঞ্চার করে তোমারি কৌশল হে,
বায়ুযোগে সেই মেঘ ভূমির উপরে হে,
থাকিয়া প্রাবৃটে বারি বরিষণ করে হে,
কোথা সিন্ধু, কোথা জমী দেশের ভিতর হে,
পরস্পরে কত শত যোজন অন্তর হে,
এমন বিচিত্র কিন্তু তোমার কৌশল হে,
সেই সিন্ধু সিঞ্চিবেক এ জমী সকল হে,
যাহারে দিয়াছ চক্ষু হয়ে একমন হে,
তোমার কৌশল মাত্র করুক দর্শন হে,
কিসে যে না দেয় তব দয়ার প্রমাণ হে,
তোমাতেই মুগ্ধ যেন থাকে মন প্রাণ হে।

দীননাথ দৃষ্টিপাত করি শস্যক্ষেত্রে হে,
কতই কৌশল তব দেখিব যে নেত্রে হে,
তোমার করুণা সিন্ধু হয়ে উচ্ছলিত হে,
শস্যরূপে মাঠ যেন করেছে প্লাবিত হে,
কেহ ফুলে কেহ ফলে কেহ বা শিশিরে হে,
হইয়া সজ্জিত কিবা নড়ে ধীরে ধীরে হে
কোন বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে কেবল হে
কোনটী বা মেলিয়াছে দুই মাত্র দল হে
হিম রৌদ্র বৃষ্টি আদি যার যাহা চাই হে,
তাহারে প্রদান প্রভু করিয়া তাহাই হে,
জীবের আহার তুমি করিছ বিধান হে,
এ কৌশলে মুগ্ধ যেন থাকে মন প্রাণ হে।

মনোহর নানারূপ আকার গঠনে হে,
নানা পুষ্প শোভে নানা বিচিত্র বরণে হে,
অকাতরে নিজ নিজ চিত্ত বিনোদন হে,
সুগন্ধ প্রদান করি মুগ্ধ করে মন হে ,
মন প্রাণ তোমাতে করিতে আকর্ষণ হে,
যত পুষ্প দীননাথ করেছ সৃজন হে,
কুসুমে দেখিয়া তব সুন্দর কৌশল হে,
স্মরিয়া তোমারে মূঢ় মানব সকল হে,
কৃতজ্ঞতা প্রেম আর ভক্তি সহকারে হে,
তোমারি কুসুমে পূজা করিবে তোমারে হে,
এই অভিপ্রায়ে ফুল করেছ সৃজন হে
পুষ্প দেখি যেন তোমা স্মরে অভাজন হে।

প্রাণীদের জলাভাব মোচন কারণ হে,
কেমন বিচিত্র নদী করেছ সৃজন হে,
এক নদী সাধে কত উদ্দেশ্য তোমার হে,
অল্প বুদ্ধি মানবের বুঝে উঠা ভার হে,
কত যে উর্ব্বরা ভূমি নদী হতে হয় হে,
কত যে দয়ার তব দেয় পরিচয় হে,
নৌকাযোগে যাতায়াত করিবার তরে হে,
জলময় পথ নদী দেশের ভিতরে হে,
নিজ বারি দিয়া সিন্ধু পৃথিবী সিঞ্চিয়া হে,
নদী দিয়া পরিশিষ্ট লয় আকর্ষিয়া হে,
দেখেও তোমারে নরে করুক স্মরণ হে,
নদীর কৌশল তাই কর প্রদর্শন হে।

কৃত্রিম বস্তুতে পূর্ণ গ্রামাদি নগর হে,
তোমার কৌশলে পূর্ণ কানন প্রান্তর হে,
বৃক্ষ লতা তৃণ দলে শোভে ভুমি তল হে,
নীল চন্দ্রাতপে শোভে আকাশ মণ্ডল হে,
কোথাও বা সুললিত পাখীগণ গায় হে,
কোথাও বা গাভী পাশে বৎসগণ ধায় হে,
রাখাল বাগাল আর মজুর কৃষক হে,
যত কৌশলের হয় এরাই দর্শক হে,
মাঠের নির্ম্মল বায়ু করিয়া সেবন হে,
এরাই আনন্দে কাল করেত যাপন হে,
দীন নাথ মাঠে ঘাটে যেথানেই যাই হে,
দেখিতে কৌশল তব সদা যেন পাই হে।

এরূপে বিবিধ বস্তু করি দরশন হে,
আনন্দে সকাল বেলা করিয়া ক্ষেপন হে,
স্নানের সময় ক্রমে হলে উপস্থিত হে,
সুন্দর সলিল কিবা করেছ বিহিত হে,
নদী কূপ দীঘি হ্রদ কিম্বা সরোবরে হে,
সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল বারি খেলে রঙ্গ ভরে হে,
অবগাহনাদি তাহে করি সমাপন হে,
কত যে পবিত্র হয় মানবের মন হে,
ইহাতে ও নরগণ স্মরিবে তোমায় হে,
ঈদৃশ করেছ তাই স্নানের উপায় হে,
যার যাহা মন, তাহা করুক সে জন হে,
স্নানান্তে তোমারে যেন স্মরে অভাজন হে।

স্নানান্তে বসন যাহা করি পরিধান হে,
প্রসাদ স্বরূপে তাহা তোমারি ত দান হে,
বস্ত্র হেতু সৃষ্টি করি নানা উপাদান হে,
প্রস্তুতের বুদ্ধি নরে করিয়া প্রদান হে,
কিনিবার মূল্য যেই দিয়াছ আমারে হে,
তবে না এ বস্ত্র আমি পাই পরিবারে হে,
উলঙ্গ এসেছি হেথা উলঙ্গই যাব হে,
মাঝে হেন বস্ত্র আদি পরিতে যে পাব হে,
তেমন সম্বল কিছু ছিল না নিকটে হে,
এ সবের ব্যবহার তবে কিসে ঘটে হে,
কৃপানিধি তুমি, সব তোমারি ঘটন হে,
মনে যেন জাগে ইহা এই নিবেদন হে।

গুরু রূপে যে যে কাজ করেছ নির্দ্দেশ হে,
আহ্নিকের প্রথা তাহে আছে উপদেশ হে,
কিবা জানি আহ্নিকের কিবা সে পূজন হে,
তবু যেন না বসিলে তুষ্ট নহে মন হে,
বস্ত্র টুকু তাহাও ত ছিল না সহিত হে,
পূজা উপহার কিসে হইবে সঞ্চিত হে,
গুরু রূপে দীননাথ দিয়াছ বলিয়া হে,
তোমারে পূজিতে হবে তোমারি লইয়া হে,
গ্রহণে সহস্রাধিক আছে তব কর হে,
তোমারি, তোমারে দান, তবু তৃপ্তিকর হে,
জীবের উপরে নাথ করুণা কি এত হে,
পাদ পদ্মে প্রণিপাত করি শত শত হে।

মধ্যাহ্ন ভোজন কাল আগত হইলে হে,
বাঁচিবে না প্রাণিগণ আহার নহিলে হে,
কত কোটী কোটী জীব অবনী ভিতরে হে,
আছে তার সংখ্যা করা সাধ্য নাই নরে হে,
এমনি কৌশল নাথ রেখেছ করিয়া হে,
পেতেছে প্রসাদ সবে উদর ভরিয়া হে,
মাটী জল রৌদ্র বীজ দিয়াছ সম্বল হে,
প্রচুর হতেছে তাহে শস্য ফুল ফল হে।
উপাদেয় বলি তাহা করিয়া আহার হে,
জীবগণ তৃপ্তিলাভ করিছে অপার হে,
দেখিতে তোমার এই বিচিত্র বিধান হে,
দীন নাথ! মুগ্ধ যেন থাকে মনপ্রাণ হে।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা কাল হলে সমাগত হে,
শান্তি সুধা বরিষণ হয় অবিরত হে,
অতি শান্ত ভাব ধরা করিয়া ধারণ হে,
তোমাতে চালিত করে মানবের মন হে,
ভাগ্যবান যারা তবে বসিয়া নির্জ্জনে হে,
অতুল আনন্দ পান তোমার চিন্তনে হে।
চাহিলেই পেয়ে হৃদে তোমার দর্শন হে,
প্রেমানন্দ সরে মগ্ন হয় ভক্তগণ হে।
সে আনন্দ সহ নাকি হাস্য পরিহাস হে,
বিনিময় প্রিয় বাসে তোমার যে দাস হে।
দীননাথ তব দাস, তাহার যে দাস হে,
তাহার দাসের দাস হতে অভিলাষ হে।
এ প্রার্থনা পূর্ণ নাথ কর অকিঞ্চনে হে,
কোটী কোটী প্রণিপাত করি শ্রীচরণে হে।

নৈশ আহারের কাল হইবে যখন হে,
প্রসাদ মিলিবে যেবা চাহিবে যেমন হে,
কৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন দুর্জ্জন সুজনে হে,
সমান করুণা তব খাদ্য বিতরণ হে।
শান্তি কল্প তরো! শান্তিলয়ে ভারে ভারে হে,
বিতরণ তরে ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে হে,
চাহিলেই পায়, লোকে তবুও না চায় হে,
ইহা হ'তে আর নাকি বাড়ে কোন দায় হে,
নিরপেক্ষ তুমি, তব নাহি পক্ষপাত হে,
কর্ম্ম ফলে নিজ পদে কুঠার আঘাত হে,
করে নিজে জীব, এই দাসেতে বিশ্বাস হে,
নাহি হয় বিচলিত, এই চাহে দাস হে।

নৈশ আহারের কাজ হয় যবে শেষ হে,
ক্রমে ক্রমে জীব দেহে হয় নিদ্রাবেশ হে,
অবস্থার অনুরূপ শয্যার উপরে হে,
শয়ন তখন তব জীবনগণ করে হে
যতক্ষণ নিদ্রা অভিভূত নাহি হই হে,
তোমারি চরণ ধ্যানে লিপ্ত যেন রই হে,
স্বপ্ন যদি দেখি তাতে তোমারি চরণ হে,
ভিন্ন যেন অন্য কিছু না হয় দর্শন হে।
নিদ্রা হ'তে যখনি হইব জাগরিত হে,
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম তখনি উদিত হে,
হইয়া তাবৎ দিন থাকে দৃশ্যমান হে,
এই করো দীননাথ দাসেতে বিধান হে।

দীননাথ! ধ্যান করি তোমার চরণ হে,
গ্রন্থ শেষ এই স্থানে করিছি মনন হে।
লিখনের শক্তি তুমি, তুমি আকিঞ্চন হে,
যা কিছু লিখিনু সব তোমারি লিখন হে।
যত যত শিল্প যন্ত্র অতি চমৎকার হে,
এ পর্য্যন্ত ধরাতে হয়েছে আবিষ্কার হে,
পরে ও যা কিছু নাথ হইবে প্রকাশ হে,
প্রাণীদের অসুবিধা করিতে বিনাশ হে,
সকলেরি মূল তুমি, তুমি প্রকাশক হে,
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি রূপে তুমিই কারক হে,
বেদ বিধি যন্ত্র তন্ত্র যতেক পুরাণ হে,
তোমারি রচিত, তুমি সবারি নিদান হে।

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত যার সুকৃতি যেমন হে,
যশঃ অর্থের যেবা যেমন ভাজন হে,
ঘটাইতে তাহাতে তদনুরূপ ফল হে,
তারে উপলক্ষ করি তুমিই সকল হে।
কি সাধ্য নরের, করে ঘটিকা সৃজন হে,
বাষ্প ব লে পোত রথ করয়ে চালন হে?
কি সাধ্য ব্রহ্মার বেদ করেন প্রকাশ হে,
কিবা সাধ্য অমর হয়েন বেদব্যাস হে?

না থাকিতে মূলে যদি তুমি ও সবার হে,
বেদ পুরাণাদি নাকি হইত প্রচার হে,
কাহারই কোন কার্য্য নিজে করা নয় হে।
সকলি তোমার কার্য্য এই মনেলয় হে।

কৃপাময়! নরপ্রতি কৃপা বিতরণ হে,
নিত্যব্রত তব, নাথ, তাই অনুক্ষণ হে,
কোন কোন কৃপাপাত্রে করিয়া আদেশ হে,
তেক সুনীতি যনরে কর উপদেশ হে।
যেরূপ সুকৃতি যেবা করিয়া অর্জ্জন হে,
যেমন কৃপার তব হয়েছে ভাজন হে,
অনুরূপ কীর্ত্তি তার করিতে সাধন হে,
অনুরূপ শক্তি তারে কর বিতরণ হে,
লঘু গুরু ভেদে তব ঈপ্সিত বিষয় হে,
ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রচারিত হয় হে।
নিজকৃত কর্ম্ম ফল যেমন আমার হে,
তেমনি হয়েছি পাত্র তোমার দয়ার হে।
সেই দয়া কত? যাহা করিনু রচনা হে,
পড়িলে সে পরিচয় পাবে সর্ব্বজনা হে,
বেশীযশঃ বেশী অর্থে নাহি অভিলাষ হে,
এই করো, পদানত থাকে যেন দাস হে।

সমাপ্ত।